উদ্যোগ পর্ব

দরিদ্র জনের অন্ন প্রধান ভোজন ।
বিবিধ ভোজন রাজা জানিহো আপন ।।
দরিদ্রে ভুঞ্জ জয় বহুতর অন্নচয় ।
ক্ষুধা না পলায় বুঝি তথাপি খানয় ।।
ধনিজনে ভুঞ্জয়ে জদি অল্পতর অন্ন ।
অন্নের বিকারে তার তাতে তুষ্ট মন ।।
ক্ষুধাকালে বস্তুর স্বাদক জানে তার ।
ধনির দুর্লভ ক্ষুধা জানিহো ভূপাল ।।
পৃথবু জনার যেন স্বভাব সতত ।
না রুচয় অল্প অন্ন বহুতর ভোজনত ।
জদ্যপি দরিদ্র জনে কষ্টে সে না পায় ।।
স্বভাবে দরিদ্র তার সেও জীর্ণ হয় ।।
ধনিজনে ভুঞ্জয়ে জদি বস্তু অল্পতর ।
তভিজনে জরে তার সকল উদর ।।
উত্তমের ভয় অপমানত নিশ্চয় ।
মধ্যম জনের জে মনেত হয়ে ভয় ।।
অধম জনের ভয় দুর্দ্দিনক পাই ।
মহাভয় উপজে তিনির জিনি ঠাই ।।
দৈব দ্বীপ শক্রক জে জিনিল মহাকায় ।
মস্তক বাহয় তার পুর্নিম চন্দ্র প্রায় ।।
আত্মাক না জিনি চাহে শক্রক জিনিতে ।
তার মধ নর্থ্যী না সহয় প্রতিনিতে ।।
ত্রিভুবনে আপনাক জিনি প্রথমত ।
সকোর শক্রক রাজা জিনিব পাছত ।।

রিপু✓ জিনিয়া পাছে সৈব সাবরাজ।
অনোষ তাহার পরাক্রম জত কাজ।।
আত্মাক জিনিয়া জিনি ইন্দ্রিয় সকল।
দুর্বাস দেখিয়া সেই সমুচিত ফল।।
পরিচা কর্ম্ম করিয়া কর্ম্ম করে জত।
রাজ লক্ষ্মী না এড়ে তাক এতোকালত।।
জে জনে মানয় পত্রুবুলি আপনাক।
সুজান সারথি বালে পুরুষ আত্মাক।।

৩৫(খ) শেষ
৩৬ (ক)

ইন্দ্রীয়ক হয়চয় করি জোড়ে রথে।
রথি আয় দেখিজন জায় সদ পথে।।
ইন্দ্রীয় তুরংগ রাজ জার না থাকয় বশে।
রথ সারথিক না জানয় বুদ্ধি দোষে।।
অতিশয়ে জায় তাকে যমপুরে লড়ি।
কু সারথি ধরে জেন রথ হস্তু পড়ি।।
তানবন্দ্র বিবেচনা নাহি জার চিত্তে।
মোতে না পারয় জাকে ইন্দ্রীয় জিনিতে।।
দুঃখ কুজ্জ সুখতো জাহার সুখ মন।
জানিবা নৃপতি সেহি হয় পিনুজন।।
ধর্ম্মবল তেজি আমা জাক ইন্দ্রিয়র বশ্য।
লক্ষ্মী ধনদারা তাক তেজয় অবশ্য।।
তেজ থর প্রজাবর বণত উত্তম।
কৌরবে পাণ্ডবে নাহি যুধিষ্ঠীর সম।।
পিতৃবুলি নৃপবর তোমাক মানয়।
তোমাতো উচিত হয় তেপতে বিনয়।।

মনের ইন্দ্রির না হয়্যা ইন্দ্রিয় না দমে ।
ইন্দ্রিয়ে মারয় তাক লোভ মোহ কামে ।।
আপনার রিপু জাকে আপনে চাহয় ।
শিহর বুদ্ধি বিবেক বুলি সকলে কহয় ।।
আপনে যে আপনার রিপু বন্দ হয় ।
আপনাকে জিনি তাকে মহামুনি পায় ।।
গুরুজনে জেন বড় নওম বন্দি করে ।
জান তাৎপি আয় তাক রাখিতে না পারে ।।
কাম ক্রোধ হয় রাজা জান মৎস্য প্রায় ।
সুখ পুজা মানুষক জিনিয়া পরায় ।।
ইন্দ্রিয় পঞ্চ এ রিপু শরীরতে রহে ।
না জিনিয়া তাক রিপু জিনিবার চাহে ।।
ইন্দ্রিয়ের বশে জাকে লোকে করে কাজ ।
রিপুয়ে জিনিয়া তাক নয় মামরাজ ।।
পাপি জন দেখি তাক মাগুয়ে ঠেলয় ।
না এড়িলে জান দুক্ষ্যো দুক্ষ্য কম পায় ।।
মুখামের সংযোগে জেন কাহাকো মহয় ।
পাপি জন সংযোগে সব জনের দেখি নয় ।।
অমুগ্যা বর্জিত শুচি সুভাব সতত ।
সহজে সন্তোষ প্রিয়বাদি সত্যব্রত ।।

তাজে যন ্দে বুদ ্ধি তার শতকে হরয় ।
যন ্দে তার দেখি যহা বিপত্তিক পায় ।।
বুদ ্ধি নাম হৈতে নাম হয় উৎপত্ত ।
অনন্তক নয় বুনি যানয় যনত ।।
তব পুত্রগণের সুবুদ ্ধি হৈল হত ।
পাণ্ ্ডবের সনে যুদ ্ধ করিতে উদ্যত ।।
নয়ুজুক্ত ধর্ম্মবত শুর যহাবীর।
তিনি লোকপতি যোগ্য জান যুধিষ্টীর।।
হেন যুধিষ্টির যহাবীর গুনাকর ।
পিতৃবতে তোমাক পালোক সুধবর ।
দুর্য্যোধন প্রভুবে তোমার পুত্র জত।
সবাতে অধিক যুর্দ্ধি যুধিষ্ঠীর নিজ যত ।।
যহনু জনের এক্ষে তিনি বলটান।
তিনি কতো জনে বটে অতি বড় যান।।
সনু অসাজ্জুর দুইবো দ্রোণ পানু জয়।
দুর্য্যো হদি ধরে কাজে পান্ডবর বচন।।
সে জনক সনু জনে পুজে প্রতিনিত।
জে জানত কাল যনাবন হিতাহিত।।
বন্ধ বধু জিনে সভাসদক নিশ ্চয়।
অভ্যাগত জনক জে গোসত্তু জিনয় ।।
পবক জিনয় তাক্কে জানে চলি জায়।
পোতন সুজাবে জিনে জন সমুদায় ।।
যাৎস হবে প্রধান জে যজ্ঞের ভোজন।
গোরষ প্রধান ভুক্ত জে জত যঞ্জন।।

দানশীল ধর্ম্মে কর্ম্মে চিত্ত সর্ব্বদায়।
সজ্জনের গুণ গুনু দুর্জ্জনে না পায়।।
হিংসা বল দুর্জ্জনের জানিবা সতত।
নৃপতির দণ্ড বলে হবে অনুগত।।
নারীর গুরু বাগুন প্রাণিত ভকত।
সখা হতে ক্ষমা বল অধিক সতত।।
শুভ বচনক শুনি সন্তোষক পায়।
দুষ্ট বাণী শুনি রাজা জেন প্রাণ জায়।।
ঔষধি মন্ত্র জিনে বান ব্রণ জন।
কাটিলেও গাছে পুনরপি তরুগন।।
ভুজংগে দংশিলে জিয়ে নানা মন্ত্র গুনে
অস্ত্র হত হৈলে জিয়ে বিশল্যক বলে।।

৩৬ (ক) শেষ

৩৬ (খ)

দুষ্ট বাণী জে জনের মর্ম্মক ভেদয়।
তার চিত্ত ফিরি পূর্ব্বত না হবয়।।
না রাচ বালিক কর্ম্মিকার বানচয়।
জাক ভেদে তাকে কতকন দুঃখপায়।।
বচন সায়ক সাধুকে শরীরক ভেদি রহে।
মন্ত্র তন্ত্র ঔষধে গুণে ছাড়িলেও বাক নহে।।
অমৃত মিশ্রিত শরপাটে চলি জায়।
শরীর ভেদিয়া পুনরপি বাক হয়।।
বচন ভেদিত জন দুঃখিত সততে।
হেন জানি দুষ্টবানী না বোলে পণ্ডিতে।।
জে জনক পরাভব দেয় সেবগনে।
সে জনের কুবুদ্ধি করয় তডিঘনে।।

তোমার সোদর পাণ্ডু রাজা প্রাণ তাই।
তাহার পুত্রক স্নেহ করিতে জুয়াই।।
নানা দুঃখ সহিলেক পাণ্ডু পুত্রগণ ।
রাজের কিংকর দ্বিজ কবিরাজে ভনে।।
ধৃতরাষ্ট্র বদতি বিদুর মহাধীর।
তব অর্থকর বাণী শুনিতে মধুর।।
শুনিতে শুনিতে বাড়ে তৃষ্ণা বহুতর।
কহিয়ো বিদুর পুনু কথা ধর্ম্মকর।।
বিদুর বদতি সর্ব্বতীর্থ করি স্নান।
সর্ব্বপ্রানি পুজি ধরি সদাচারে যান।।
এ দুইয়ো সমান কর দেখিজন পায়।
দ্বিজ ভুজাবে জাহার সকলে কাল জায়।।
পুত্রসবে নৃপতি তুমিত প্রিয় হব।
ইহ লোকে পরলোকে মহাকীর্ত্তি তব।।
পুরুষের সুকৃতি থাকয় জতকাল।
তাবে স্বর্গসুখ তাক ভুঞ্জয় বিশাল।।

৩৬(খ) শেষ

৩৭(ক)

পুরাতন কথা কহো শুনিয়ো শুনিও নৃপতি।
বিরোচন সুধর্ম্মার সম্বাদ সম্প্রতি।।
কেশিনীর প্রতিবাদ হৈল জেন তায় ।
সকলে কহয়োঁ শুনিয়োক সাবধান।।
কেশিনী বদতি বাদ হৈল বড় টান।
কিবা দ্বিজ বড় কিবা দৈত্য বড় জান।।
তোমার খাটেত কেমে সুধর্ম্মাও হৈলে।
কহিও কারণ তাক শুনিয়ো অবশ্যে।।

বিরোচন বোলে দৈত্যগন বড় জান।
দেব দ্বিজগণ নহে আমার সমান।।
আমার কুলত আমি দৈত্য বংশে খ্যাত।
কেন মতে বড় হৈল ব্রাহ্মণ আমাত।।
কেশিনী বলতি কালি সুধন্যা আসিব।
একস্থানে মিলি বাহা দুহাক দেখিব।।
কালী দেখিবহো বড় বড় কোন জন।
কার আসনত কাক্ষে বৈসে কি বন্ জান।।
বিরোচন বোলে মান্য করো যে কারণ।
সে কারণে ছাড়ি দিমোঁ অর্দ্ধেক আসন।।
কালী সে দেখিবা দৈত্যে দ্বিজের মহিমা।
দুইর মধ্যে কাক্ষে বড় দিব তার সীমা।।
রজনী প্রভাত হৈল সুধন্যা আসিল।
বিরোচন তাক চায়্যা বচন বুলিল।।
একাসনে দুহার বসিতে না যুয়ায়।
উত্তম অধম দুয়ো সবতাক জায়× পায়।।
বিরোচন বোলে কুশাসনে বৈস তুমি।
রত্ন সিংহাসনের যে যোগ্য হৈ আমি।।
মোহোর আসনে বসিবার নুয়ায়।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ তুমি আমি দৈত্য রায়।।
সুধন্যা বলতি তোর পিতৃ জান জানে।
মোর আগে আপনাক ভ্রম হেন মানে।।
শিশু তুমি সুখে বাড়ি আছিস প্রহত।
মহুস্থ নহুষস্থ বিশদ জানিবো কেন মত।।

বিরোচন বোলে শুন সুধন্যা বচন।
সুবর্ণক আমি করি আছে বহুতের জত ধন।।
তাক বাজি করি চলি জাই দুয্যোধন।
যথ্যন্তক পুছি জোটে বড় কোন জন।।
সুধন্যা বদতি শুন আহক মকলে।
তোর মোর প্রাণ বাজি করি কুতুহলে।।
যথ্যন্তক পুছি জোটে বড় করি মার।
জার ভংগ হবে প্রাণ হারাক তাহার।।
বিরোচন বোলে শুনি করিলহোঁ প্রান।
দ্বিজ বোলে পুছিবার জাবো কোন স্থান।।
বিরোচন বোলে শুন আমার বচন।
গুরু নর দুইকো না পুছিয়ো কদাচন।।

৩৭(ক) শেষ

৩৭(খ)

সুধন্যা বোলন্ত শুনিয়োক বিরোচন।
তোমরে পিতৃত পুছি ইহার কারণ।।
সে জাক বোলন্ত বড় সেহি বানী সার।
জার উদ্ধ হয় প্রাণ হরিবো তাহার।।
এহি বুলি দুয্যোজন বদ্ধ ধন দেহ।
রাজার স্থানক লাগি মিলে চলি গেল।।
প্রহ্লাদ বদত বোলে দৈহ বিপর্য্যয়।
মন দুঃ করি দুয্যো দেখোঁ আজ্য মোর পাপ।।
তুরংগ সমান দুয্যো আছে কোপ করি।
ইহার কারণ কিবা জানিবো বিচারি।।
প্রহ্লাদ বদতি শুন বিরোচন সার।
সমিত্রে মিলিল দেখোঁ তোর বন্যার।।

85175

5 JAN 1984

বিরোচন বোলে বাবা নহে মধি তাব।
প্রাণ পন করি আমি আছি তুয়া ঠাব।।
সুধন্বা জনে তোমার পুছবোঁ বানী তথ্য।
ধর্ম্মক জানিয়া তুমি কহিয়োক সত্য।।
আমি বড় হই কিবা দ্বিজ বড় হয়।
কহ পিতা দুর হৌক মনের সংশয়।।
প্রহ্লাদ বদতি দ্বিজ পুত্র পুছবো তোমাত।
কমন শক্তিক পাই মিথ্যা বুলিবাত।।
সুধন্যা বদতি শুন নৃপতি প্রধান।
মিথ্যা বোলনত পাপ হয় জে বখান।।
তুষির কারণে মিথ্যা বোলে জিতো নর।
নরক হবয় তার অনেক বৎসর।।
পশুর কারণে যদি মিথ্যা বানী বুলি।
তার পঞ্চ পুরুষ নরকে জায় চলি।।
সর্ব্বনাশ মিথ্যারত হয় জিতো নর।
নরক হবয় তার অনেক বৎসের।।
তুমি এতরাবন্ত মহাকুলে হৈলা জাত।
মিথ্যা বচনর স্থান না হৌক তোমাত।।
তোমার অনিতি সর্বকুলে করে হানি।
তুষির কারণে না বুলিও মিথ্যা বানী।।
সুধন্যার বানী শুনি প্রহ্লাদ বদতি।
অসত্য বুলিলে হয় এসব দুর্গতি।।
ধর্ম্মক জানিয়া সত্য বুলিবো বচন।
শুনিয়োক দ্বিজ পুত্র বিরোচন।।

অংশিরা দ্বিজক মোত করি বড় জ্ঞান।
বিরোচন ভৈতে করি সুধন্যাক মজি।।
তোমার মাতৃত বড় সুজন সুধন্যার মাত।
তংপ হৈল তোর সুধন্যার বর পাও।।
প্রাণের ঈশ্বুর তোর সুধন্যা সম্প্রতি।
মারে বা রাখয় আপনার সুখ রতি।।
এহি বলি প্রহ্লাদ করিয়া জোর কর।
বোলে পুত্র দান মোক দিও দ্বিজবর।।

৩৭ (খ) শেষ
৩৮ (ক)

সুধন্যা বদতি দৈত্যপতি মহাভাগ।
পুত্র মরিবা তো ধর্ম্ম না করিবা ত্যাগ।।
তুষ্ট হৈলো তোমাত দিলহো পুত্র দান।
মরি উপজিল বিরোচন হেন জ্ঞান।।
বিদুর বদতি ধৃতরাষ্ট্র মহাশয়।
বিরোচন সুধন্যার কথা জেন নয়।।
সকলে কহিলোঁ জ্ঞান স্থির কর চিত্ত।
মিথ্যা না বুলিবা তুমি ভুমির নিমিত্ত।।
দুষ্ট দুর্য্যোধনের না পুর তুমি আশ।
সসাগরা পৃথিবীর না করিয়ো নাশ।।
কিন্তু এক কথা কহো শুন নৃপবর।
দৈবে হয় রক্ষা হেতু সকল লোকের।।
রক্ষা করিবার জাক দেবতার মন।
সুবুদ্ধি দেহয় তাক জানিবা রাজন।।
নষ্ট করিবার জাক দেবতার চিত্ত।
তার মনে কুবুদ্ধি বাঢ়য় নিত্যে নিত।।

দুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসন শকুনিত।
রাজ্য তার সমর্পি তোমার হেন চিত্ত।।
পুত্র মোর সভাবরা পৃথিবীর রায়।
রাজ্য ভোগ সুখ বুঝি ভুঞ্জো দ্বন্দ্ব কায়।।

৩৮(ক) শেষ

৩৮(খ)

সর্দ্দুন ভুত শক পাণ্ডুর সন্তান।
তার ভাগ খণ্ডো হরিবার পুত্র চান।।
সিংহের শাবক জেন শৃগালের স্থান।
তোমার পুত্রের দেখি উপমা নির্য্যাস।।
পিতৃবন্তো পাণ্ডব তোমাক প্রবর্ত্তোক।
পুত্রবত পাণ্ডবক তুম্ভ চিত্ত হৌক।।
দুর্য্যোধন শৃগালত স্নেহ পরিহরি।
পাণ্ডব সিংহের সংগে ভুঞ্জক বসুন্ধরি।।
বিদুর বদতি সুনিয়োক নৃপবর।
আরো পুরাতন কথা কহো ধনকর।।
আত্রেয় স্ত্র ঋষির বাদ সাধ্যগণ সনে।
জেরূপ সম্বাদ হৈল কহোঁ অনুক্রমে।।
হংস রূপে আত্রেয় বিচরয় লীলা করি।
সাধ্য দেব গণে পুছিলন্ত মান্যকরি।।
আমি সবে কিছু কথা পুছিবোঁ তোমাত।
তুমি বুদ্ধিবন্ত নীতি কহিয়ো আমাত।।
হংস বোলে সাধ্য গণ কহিবোঁ তোমাক।
জে কথা কহিছি পূর্ব্বেx পূর্ব্ব দেবতা সবাক।।
ধৃত সত্যধর্ম সত্যাশ্রিয় জেবা লোক।
একপটে করে ধর্ম্ম কর্ম্মত উদ্যোগ।।

যাগাবী জনক বেদে না তারয় জান।
যাগীক জানিবা জত অধর্ম্মের স্থান।।
যাগবী জনক ছাড়ি চারি বেদ জায়।
যাগাপাপে যাগাবী বিবিধ দুঃখ পায়।।
মদ্যপান করয় অনেক মদে মন দ।
জাতিভেদ আচরয় জিতো যতি মন দ।।
নৃপতির দ্বেষ দ্বিজ দ্বেষ জে আচরে।
জানিবা নৃপতি তারে অচৌরতে মরে।।
প্রশংসা করিব জবে অন্ন জীর্ণ হৈল।
ভার্য্যাক প্রশংসি জবে যুবাকাল গেল।।
বীরক প্রশংসি জবে রণ জিনি আস্য।
শস্যক প্রশংসি জবে ঘরে আনি পুন্য।।
হৈন দ্বীপক দরশে মুনিগণ জত জত।
গুরুরে সাপয় শিষ্য জনক সতত।।
নৃপতি সাধয় দুর্ধনিক দম করি।
প্রচণ্ড শাসিক পালে যমে দণ্ড ধরি।।
বিষনদী কিং বীবরে জে স্ত্রীর দুষ্টমতি।
বিচার না করিএ সবার উতপত্তি।।
দ্বিজপুত্রে প্রজাক জে করে প্রতিপাল।
সেহি রাজা রাজ ভোগ করে চিরকাল।।
কাক সে পুষ্পিতা যদি জগতে বিদিত।
সে পুষ্প ছিণ্ড তৃয় তিনি জন নিষেধিত।।
শূর জন বীর জন সেবক সুশ্চির।
মূর্খ পুষ্প ছিণ্ডে এহি তিনি পৃথিবীর।।

বারিবাতো না বারবয় শেষক তেজয়।
সেবাবনু জনের সে সম্পদ বাড়য়।।
বারনুক যারে শেষব করি উপসার।
জানিবা তাহাতে নষ্টী করয় বিপ্রায়।।
সুখে মরে জীউক তাহার জেন ধন।
দুঃখ পায়্যা বিনাস না হউক একোজন।।
সত্যভাবে মৃদু বোলে তপক্লেশ সহে।
উত্তমপুরুষ বুঝি তাকে লোকে কহে।।
শেষতও পরক যে না বোলে কটুবানী।
তাক সেবা দিতে যোগ্য দেয় মনে জানি।।
আপনার দোষগুণ বুঝি করে কাজ।
উত্তম পুরুষ তাক বুঝি মহারাজ।।
পাপরত হেন জান নিন্দিত মতত।
শেষব না পালায় তার রাত্রি দিবসত।।
কারো সনে মিত্র ভাব না করে দুর্ম্মতি।
অধর্ম্ম পুরুষ সেহি অকার্য্যত রতি।।
জাতেক না চিনুয় পরজনের কল্যান।
তার ....পর হয়ু টান।।
মিত্রক ভাগ ভায় যে করিয়া আবকার।
অধম পুরুষ সেহি জানিয়ো ভুপার।।
উত্তম জনক সেবা করিতে উচিত।
মধ্যমক সেবা করি কালে কদাচিত।।
আপনার জীবনক যে জনে বাঞ্ছয়।
অধম জনের সেবা না করে নিশ্চয়।।

অকারণে ক্রোধ করে হবে মৃত্যুসম।
দুর্জন চরিত্র সে চঞ্চল জেন মন।।
সজ্জন চরিত্র ক্রোধ করে কার প্রতি নাই।
বিপদে ধৈর্য্যক বুদ্ধি থাকে জ্ঞান চাই।।
যাচক দেখিয়া যত্ন করে বহুমান।
ভোজন করায় বহু ধন দেয় দান।।
কপট সুভাবে তার না রক্ষ হয় মন।।
তাক প্রতি তুষ্ট সদা থাকে সেবকন।।
সততে সন্তাপ জাকে করে মনে মনে।
রূপ নষ্ট হবে তার জানিবা আপনে।।
সন্তাপেত হয় বল জ্ঞান হানি হয়।
সন্তাপ করিতে নানা ব্যাধি রোগ পায়।।
শরীরের শোক জদি না করয় দূর।
শোকে শোকে তাপ তার বাড়য় প্রচুর।।
হানে ত্রিভুবনে জোরে শোকভুজঙ্গ দেখি মনে।
হেন জানি শোক ছাড় নৃপতি আপনে।।
দ্যূতকালে দ্রৌপদীক দেখি জিনিবার।
তোমাক বুলিলোঁ বানী ধর্ম্মযুত সার।।
মহাভয়ানক [illegible] পাশা পণ জিতে না খেলে।
দুষ্ট দুর্য্যোধনক বাধিয়া বলে বলে।।
বলবন্ত হয়্যা করে দুর্ব্বলক দমন।
দুর্ব্যসনে বনিক পক্ষে অতি বড় ধন।।
পাপতে বাড়য় তার অতপতে নাশ।
পুন্যত বাড়য় লক্ষ্মী পুত্র পৌত্র আশ।।

পাণ্ডবে পালক দুর্য্যোধনক সততে।
দুর্য্যোধন পাণ্ডব ততো হত তকতে।।
তুমু পাণ্ডবের পরুবিয় এবে হৌক।
মুখে পঞ্চাপরা বসুবতি ভুঞ্জ জিয়োক।।
বৌদ্ধ বৎসর ধরা থাকি না করিবা ভিন্ন।
কৌরব পাণ্ডব হৌক তোমার অধিন।।
বনবাসে দুঃখে তাপে তাপিত পাণ্ডব।
পুত্রবতে পালি তাক যথাযথ লড।।
পাণ্ডব সহিতে কর সবহুতি রায়।
আন রিপু জেন তমু ছিদ্রক না পায়।।
ধার্ম্মিক পাণ্ডব থাকিবেক তমু পাশে।
সবে থাকিয়োক দুর্য্যোধনের আজ্ঞাসে।।
পূর্ব্বকালে কহিলেক সুজন্ম মুনিবরে।
সপুনশ পুরুষে আকাশে দৃষ্টি বারে।।
তাক বুজি তোমাত কহিবো মহারায়।
সবুদশ পুরুষ সকলে দুষ্টকায়।।
পিশুক বাসন্ত জাজো এহি একজন।
ইন্দুর না হয় তেপথ করে দুইজন।।
সতত রিপুক তজে জানিয়োক তিনি।
নারীক না রাখে জাজো এহি চারি গণি।।

৪১ (ক) শেষ

৪১(খ)

হীনজনে বাসে জাজো এহি পঞ্চ হয়।
বিগর্ব্ব না বানী বোলে এহিজন হয়।।
ধর্ম্মক না জানে কর্ম্ম করে পরাহিত।
এহিসে আক্ষেপ নবম সর্ব্বজনের নিম্নিত।।

না খাইবা বরনু যে বোলয় জন দিশ।
বন্ধুজন হাসে সেই সুর একাদশ ।।
বন্ধুর সেবাত তুষ্ট হয় সে দ্বাদশ।
ধর্ম্মকথা না সুনে নরক অপযশ।।
মন ব্রত করয় ভিক্ষা ত্রয়োদশ জানি।
চতুর্দশ অত্যাত্রিয় নিত্যে বোলে বানি।।
খায়া না খাইলো বোলে হবে পঞ্চাদশ।।
মিথ্যা বিপর্য না বোলে জানি বা ষোড়শ।।
দুর্যনিক সাধু বোলে সপ্তদশজান ।
এবা সবাক জনে নপত্রত দেয় স্হান।।
এসব কর্ম্মত জার জার চিত্ত জায়।
সেহি মনুষ্যক যমে নরকে লেজায়।।
জেন জেন প্রকারে প্রবর্ত্তে মনুষ্যত।
সকল জানি তাত প্রবর্ত্তিব সেহিমত।।
মায়াবী জনক মায়া করিব নিশ্চয়।
সাধুজনে প্রবর্ত্তিব সাধু জেন নয়।।
ধৃতরাষ্ট্রে বলন্তি বিদুর মহাশয়।
সতায়ু মনুষ্য জেন বেদত কহয়।।
কেনে না জীবয় নর সতেক বৎসর।
কহিয়ো কারণ তুমি ধর্ম্ম তৎপর।।
বিদুর বলন্তি শুস্তিবাদ ভক্তিমান।
অন্যায় সহিতে নৃপবর তিনি জান।।
বিপ্র দ্রোহ ক্রোধ আবাতংগ সবে হয়।
হয় কর্ম্ম করি নর অল্প বহে মরয় ।।

অন পণ্ডে বহুত নষ্ট হয় কর্ম্ম করি।
না বুঝিয়া পিৎথায় ভৃত্যুর দোষ ধরি।।
আপনার ভৃত্যুনর আপনহি হয়।
ত্রান হন্যা হয় দোষ বলি পণ্ডেপ যোগ্য।।
গুরুপত্নি মিত্র পত্নি হরে জেহি নরে।
দ্বিজ হয়া ভার্য্যা এড়ি শুদ্রানিক হরে।।
ব্রাহ্মণের জীবিকা হরয় নরাধম।
শরনিয়া যারে জিতো ব্রহ্ম ঘাতি জন।।
নীতি জানে বাক্য জানে তুঙ্ক দ্রে যজ্ঞ শেষ।
বিধ্যা না বোলয় সত্য বোলয় বিশেষ।।
মিথ্যাক বোলয় আতনার হয় দুঃখ।
সেহিজন পণ্ডিত তুঙ্ক জয় নানা সুখ।।
প্রিয়বাদি পুরুষ পুরুত সর্ব্বস্থানে।
বহিত কহিত বোলে শর্ম্মিক প্রবানে।।
শুনিতে অপ্রিয় বানী পাছে হিতকর।
হেন বোল শুনে জে পুরুত পুত্রো নর।।

৪১(খ) শেষ

৪২(ক)

নৃপতির প্রিয়া প্রিয় পুত্রো [illegible] পাছ করি।
উচিৎ বচন বোলে ছাড়ে ধর্ম্মশ্বরি।।
প্রিয় বা অপ্রিয় হৌক বোলয় উচিত।
সেহিজন নৃপতির সুহৃদ নিশ্চিত।।
কুলরক্ষা করি এক পুরুষক দিয়া।
গ্রাম রক্ষা করি নিজ কুলক তেজিয়া।।
গ্রামক তেজিব সত্ত দেশক রাখিয়া।
আপনাক রাখি পুনু দেশক তেজিয়া।।

আপনাক লাগি ধন ৰাখিব সতত।
জতনে ভাৰ্য্যাক ৰাখি দিয়া ধন জত।।
আপনাক ৰাখি ধন ভাৰ্য্যা দুয়ো দিয়া।
শাস্ত্ৰৰ বচন ৰাজা হেলা না কৰিয়া।।
পাশা খেলিবাত হয় দন্দ্ৰ বহু ক্ষীণ।
বিৰোধ জনম জন নৃপবৰ জান।।
বহুবিত্ত ধ্ৰ পাশা খেলি নষ্টা বনে ভ্ৰমে।
কূটপাশা খেলাইল দুষ্ট দুৰ্য্যোধনে।।
দ্যুতকালে হিতবাণী বুলিল বহুত।
কুৰু পাণ্ডৱৰ ধ্ৰ পাশা খেলা অদ্ভুত।।
না শুনিলা মোৰ বাণী ঔষধ পৰায়।
এবে কেনে দুৰ্য্যোধন শোক কৰ ৰায়।।
সুপুত্ৰক তেজি জেন আন পুত্ৰে টৈল।
হিংসক তেজিয়া জেন কুকাৰক টৈল।।
পাণ্ডৱক তেজি দুৰ্য্যোধন প্ৰিয় কৰি।
পাছে শোক কৰিবাহা মোৰ বোল স্মৰি।।
দক হিত বড় জদি হবে কৃতাজন।
তাক প্ৰতি দ্বেষ না কৰিবা সৰ্ব্বজন।।
অদ্বেষ স্থাপিত কৃত্যে কৰয় বিশ্বাস।
আপদকালে না এড়য় জানিবা নিৰ্য্যাস।।
বুলিতে না ধৰে বাণী হেলা কৰি জায়।
আপনাৰ প্ৰজ্ঞা জাকে ৰাখয় সদায়।।
অপ্ৰিয় বচন বোলে ইপুত্ৰক নিত্যে।
হেন বড সেৱকক তেজিব নিপ চিত্তে।।

পরম জতনে সেবা করে সুদ্ধ অতি।
দীর্ঘ শত্রুতা নাহি সুস্থির ভকতি।।
মৃদু বানী বোলে লোকে না পারে লঙ্ঘিতে।
রাগহীন উদার বচন বোলে নহিত্র   নিত্যে।।
এহি অষ্টগুণ হবে দুতের লক্ষন।
সবাতে অধিক দুত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।।
স্থির বুদ্ধি প্রিয় নানা বচন বোলয়।
স্থির দুতে নৃপতির কার্য্যক সাধয়।।

৪২(ক) শেষ

৪২ (খ)

অচিন্ত্য তা জানিয়া জে করিবেক দুত।
প্রবেশ না হৈব কদাচিত অকালত।।
লুক্কিয়া না রৈব অনম্পত অহানিশি।
রাজার ভার্য্যাক না চাহিব কাবে হাসি।।
দগ্ধাভূত রাজকৃত্য রাজ প্রিয় নারী।
ভ্রাতৃ পুত্র সন্য পুত্র বিবাচকুমারী।।
ধূর্ত জন উন্মত্ত চরিত্র জন চয়   ।
এ সবে উচিত বচনক না বোলয়।।
জে জনে করয় নিত্যে প্রভাতত স্নান।
আপনে ভজয় তাত দশগুন টান।।
বলরূপ সুরকায় কীর্ত্তিসুদ্ধ ভাব।
লক্ষ্মী নারী পদ্ম গর্ভ সুদ্ধ বায় পাব
অদ্ধ ব্যঞ্জ জনের মহাসুদ্ধ হৈতা ভুঞ্জ জয়।।
মহা দয়গুন তাত আপনা ভজয়।।
বাহুবল আরোগ্যতা শরীরের সুখ।
নিব্যাধি তনয় বৈদ্যকুলের বিমুখ।।

জে জন করয় জে কলহ নিত্যে নিত্য।
জে জন পারয় অন্ন বিশ্তর ভুঞ্জিত।।
বাগ্যাভুত নর পর হিংসক সতত।
সবে আর দেহে থাকে সেহি মৃত্যুবত।।
এশখি জে কৃপন আর বনচর জন।
দুর্জ্জনে জে বোলয় নিষ্ঠুর বচন।।
বৈরীজন কৃতঘ্ন জনত কদাচিত।
থাইলে না থাকি হেন জানিবা নিশ্চিত।।
কষ্টবনে জে জনে করয় কর্ম্ম জত।
অহংকারি বানী বোলে জে জন সতত।।
মিথ্যা বানী জে জন বদয় প্রতিনিতি।
ইশ্বরত নাহি দৃঢ় ভক্তি কদাচিত।।
রাখিজন থানে ছয়জনাক থানিব।
এ ছয় জনাক কর্তৌ সেবা না করিব।।
পুত্র পুত্রি উপাজ স্ত্রিয়া পুইরো কণ সুজি।
ধনে জনি বন জায় শান দেশ বুঝি।।
পাপ ভব মহিতে মন দ করিতে সে নষ্ট।
হেন জানি সেবতাপণ করিবনু কষ্ট।।
পুত্র সবে মন দ হেন সুনিতে কুবণ।।
কপুগমে সুনি বন ব করিব ববংশ।।
ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র গুরুদ্রোণ যুধিষ্ঠির।
চারির কোপত কোন জন হৈব স্থির।।
একে জনে সৃষ্টি নাশ পারে করিবাক।
চারির কোপত হৈব সৃষ্টি বিনাশক।।

৪২(ব) শেষ

তো ········· করিএ পাণ্ডবের পক্ষ।
একস্থানে থাকোক না কর মন দুখ।।
কৌরবে পাণ্ডবে কেশব তেজি এক হুই।
মসাকরা বসুমতি ভুঞ্জ ভ্রো দুই।।
কালক বাঞ্চিত আগে ধর্ম্ম কর্ম্ম করি।
ধর্ম্মক না করি ধন অর্জ্জিত না পারি।।
দুর্দ্দান্ত অস্তত জেন প্রবল দুখ না পাই।
ধর্ম্ম বিনে আন ধন তপ্ বত পরাই।।
ধর্ম্ম জে করত সেরা তিনি কাল জানি।
তিনিত্তো বাহুস্থ পুবে কাহ্রো নাহি হানি।।
জাকে পারে কাম কেশব বেশ রাখিবাক।
বিবিধ প্রকারে মহালক্ষ্মী ভজে তাক।।
বাহুবল ধনবল পাএবল তিনি।
রাজবল প্রজাবল সবে পক্ষ গনি।।
এ পক্ষ বলক জাকে রাখিবার জানে।
সে বড় পুরুষ বুলি জগতে বাখানে।।
নারী গর্ভ গর্ভ পশু দেখি সর্ব্বজন।।
না করি বিশ্রাম ভোগ ইহাক জতনে।।
বহিগর্ভ স্ত্রি সিংহপুএ নিজজ্ঞাতি চন্দ্র।
জানিবা নৃপতি এ সকল তেজোময়।।
এ সবাক অপমান নাহি কদাচিত।
একে একে পারে সবে জগত তথনে দহিত।।
এ সবাক অপমান দিতে হেন জানি।
আয়ু থাকিবাতো জমপুরে জায় প্রান।।

বহ্নি জেন কাষ্ঠ তথা কয় দুই ভাবে।
তাবত না পারে না জনায় জবে।।
যবা বেজে দহে সে দারুক আর বন।।
তেজস্বিক এহি তাব জানিবা আপন।।
তেজস্বিপুরুষ নিজ কুলে হবে জাত।
কপাবন্ত বীর উদ্ধ তাব দেখিবাত।।
অপমান বলে ডরো কালে জনি জায়।
সকবক কুলক দহে কাষ্ঠ বহ্নি প্রায়।।
তত প্রায় তুমি কাষ্ঠ প্রায় পাপ ভুসুত।
একলে বাহুয় দুব্যো লোভয় অদ ভুত।।
তুমি বনপ্রায় পক্ক পাপ জবকে পরী।
এক স্থানে থাকে দুই দুক্যো রক্ষাকরি।।
কাষ্ঠ কর্ত্তা চৌকিৎসক চোর এষ্ক জন।
ক্ষুন সত্যা সদ্যাপি কে পত্নু বিকায়ন।।
অতিথির নর নিত্য নিত্যো দেখি জাক।
অতিথির পুজা না করয় এ সবাক।।

৪৩(ক) শেষ
৪৩ (খ)

দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু তিল তৈল শাক।
লোন মাংস ব্রাহ্মণ নিষিদ্ধ বেচিবাক।।
পট্ট কম্বল রক্ত বস্ত্র সব বেচয়।
এ সব বেচিলে ব্রাহ্মণের পাপ হয়।।
অশ্বেশাদি সুবর্ণ ধাতৌ দুইত সঞ্চিত।
সাধকেন দণ্ড দান এ চারি বর্জিত।।
শুচি নিন্দা প্রিয় প্রিয়সব কহি জায়।
উদাসিন বৃত্তি দেখি ভিক্ষুক হবয়।।

কল মূল শাক ভুক্তি জীবনক রাখে।
নিত্যে হোম করে কেহ বনে গ্রামে থাকে।।
যতেক রোহিত মুরন্ধর পুন্যকারি।
তপস্থি মুনিন্দ্রা তাক করে বিশুত্তরি।।
অবিশ্বাসি জনত বিশ্বাস পরিহরি।
বিশ্বাসি জনত অতি বিশ্বাস না করি।।
বিশ্বাসত হন্তে ভয় উপজয় চৈন।
সেহি ভয় অনর্থ বাহুয় হেন জান।।
জাহাত যে উপজয় মুল বহাবল।
ত্রাস্থ পত উপজয় অরিয় সকল।।
পিতাত উপজে যোহা তিনিয়ো প্রথমে।
পূর্ব্বাপর দৃষ্টি দ্বারা জান নিরন্তরে।।
অত্যন্ত রবাক্যের জনত জন পানে।
নৃপতির সেবা গুনু সে সবে না জানে।।
সকল শরানক প্রতি জার দৃষ্টি জায়।
সেহি রাজা চিরকাল রাজলক্ষ্মী পায়।।
প্রাসাদত চড়ি অতি প্রকার জতনে।
আলোচন করিব নিজ জনে দুইজনে।।
তিনি জন্ম জানিলে মন্ত্রনা হয় হানি।
বিস্তর মন্ত্রনা না করিব হেন জানি।।
মন্ত্রন হইয়া করে মন্ত্রনের কর্ম্ম।।
পণ্ডিত সভের না জানায় তার কর্ম্ম।।
হেন জানি পরিষা করিবা কোন যত।
শ্রীহর মুন্ধি জানি পাজ করিব পাহত।।

দ্বিজ হয়্যা না জানয় বেদ পড়িবাক।
পণ্ডিত সজ্জন জন শুন দুৰ নাসে তাক।।
শাস্ত্রে না জানয় মন্ত্রি অতিশয় গুন।
তাক পাত্র না করিব নৃপতি প্রগুন।।
স্ব······· জানে ক্ষয় বুদ্ধি দুইবান।
মন্ত্রি অধিকারি হয় গুন জানে টান।।
হেলা না করিয়া কর্ম্ম করে দিন দিন।
মণ্ডল ধরিনি হয় তাহার অধিন।।

৪৩ (খ) শেষ
৪৪ (ক)

·······বিষকোপ নহে ব্যয় পতি।
মায়াবী শণের মায়া বুঝি স্থির মতি।।
জ্ঞাণ্‌ভারের আয় জানে সেহি নরপতি।
········ বন তাক দেয় বসুমতি।।
ব্রাহ্মণের তানবন্দ ব্রাহ্মণে জানয়।
তার্থ্যার সে তানবন্দ স্ত্রাবিয়ে বুঝায়।।
[illegible] পাত্রর সে তানবন্দ নৃপতি বিচারে।
রাজা জানে তানবন্দ প্রজা সকলের।।
দেব দ্বিজ রাজা বালবৃন্দ রোগিজন।
এ সবাক স্তুতি না করিয়ো কোপমন।।
বিধবা নন্দ্র না করিব নৃপতি প্রধান।
মুর্খ সে জনাক সেবা না করিব জ্ঞান।।
নষ্টাত কোনত জ্ঞান কিছু নাহি কর।
তাক সেবা না করিব জ্ঞান মহাকাল।।
উত্তম নারীর জেন স্ত্রী বী নপুংসক।
নষ্টা কোপ হৈতে কিছু না নড়ি কনক।।

বিদ্যাবৃদ্ধ ধিবৃদ্ধ ধিবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ জন।
ধনবৃদ্ধ মান্যবৃদ্ধ সর্ব্বপ্রিয় কর।।
এ সবাক অপমান দিতে যার মন।
জানিহো নৃপতিবর মূর্খ সেইজন।।

৪৪(ক)শেষ

৪৪(খ)

ধৃতি সম দম শৌচ দয়া মৃদু বাণী।
অদ্রোহ সহিতে রাজা সাতগুণ গণি।।
এহি সাত গুণ রাজা করে জেহি নরে।
মহালক্ষ্মী তাত চিরকাল বাস করে।।
শিশুদোষ না করয় অজ্ঞানুরি জনে।
মিথ্যা দোষ দুষি তাক তাপ দিব মনে।।
তার সনে একত্রে থাকিতে মহাভয়।
সর্প গৃহত জেন নরের সংশয়।।
যারি শ্লেচ্ছ পড়িত দুর্জ্জনে ধন যোয়।
ধনক না পায় আর সংশয় বিনয়।।
ইতর বালক নারী বধে বধ করি।
শিকার মৌতাত জেন চড়ি সেজে বসি।।
নট বেশ্যা জুয়ারু তিনিহো দুর্জ্জন।
তিনি জাক প্রসংশয় তাহার মরণ।।
সজ্জনের প্রশংসা স্বর্গগতি প্রায়।
দুর্জ্জনের প্রশংসা জেন দুঃখ পায়।।
ধনবন্ধু গুণবন্ধু পাণ্ডব তেজি।
দুষ্ট দুর্য্যোধনে রাজ্য দিয়া তাক ভজি।।
····· ব ভক্ত জিতে তোমার হেন মন।
অব প্রকাশে তুচ্ছ জিবাহা অপমান পন।।

দুষ্ট দুর্য্যোধনে ত্যাগহ দৈব নষ্ট।
········ তক্ষ ত্রি জেন বলি দৈব দুষ্ট।।
ঐশ্বর্য্য সমত দুর্য্যোধনের বিনাশ।
তুমিও পাবত দুঃখ নতিবা নির্য্যাণ।।
ধৃ ······· দতি বিদুর সুন সার।
ঈশ্বর না হয় কেহো কর্ম্ম করিবার।।
কাষ্ঠের পুতুলি নাচে সুতার সকারে।
বিধিত নেত্রায় পূর্ব্ব কর্ম্ম অনুসারে।।
কহ ····· কথা কাজে পূর্ণ হোক।
বিধির বিহিত নেত্রাইব সর্ব্বলোক।।
পূর্ব্বজন্ম কৃত কর্ম্ম ফল ভুঞ্জে নরে।
আপনার সুখে কোন কালে কর্ম্ম করে।।
বিদুর বলতি ধৃতরাষ্ট্র নরনাথ।
অপমান পাই অনুচিত বুলিবাত।।
জদি বৃহস্পতি বানী বোলে অনুচিত।
তেহোঁ অপমান পায় অতি পরিহিত।।
স্পৃহা করি কাহাকো বিস্তর ধন দিয়া।
কাকো গ্রহ করি মিষ্ট বচন বুলিয়া।।
অভেদতা করি কাকো করি প্রিয়জন।
আগে জাকে প্রিয় তাকে প্রিয় সর্ব্বজন।।
সাধুজন বুধ বিষ্ণু জন প্রিয়জন।
এ সবাক দ্বেষ না করিহ কদাচন।।
এ সবাক প্রিয় করি সুকৃত পাই।
অপ্রিয় করিতে পাপ নরকত জাই।।

দুর্য্যোধন উপজিতে বুলিলো সতত।
তাত হন্তে অক্ষুগুনত হৈব হত।।
তেজি দুর্য্যোধনক রাখিল্লো পুত্রগত।
মোর বাক্য না শুনিলা বলিলা ভুঞ্জিল্লো পুর্ব্বত।।
সে বুদ্ধিক কুবুদ্ধি বুলিলা নৃপবর।
মহাকষ্ট অন্ধ বুদ্ধি হৈল নৃপবর।।
কষ্ট জলি হয় তাহো জাল বুলি মান।
মহাবুদ্ধি এরি সে অনন্ত হেন জান।।
কেহো বলি জন হয় কেহো গুনিজন।
বলি গুনি সব নহে মোর এহি মন।।
বলিক তেজিয়া গুনি জন কোলে করি।
অন্ধ বৃদ্ধ হয়া দুখে ভুঞ্জ বসুন্ধরি।।
বিদুরের কথা শুনি বোলে অন্ধরায়।
তোমার বচন হিত করিতে দুষ্কার।।
পুত্রস্নেহ   ছাড়িতে না পারহোঁ স্নেহবন্দে।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় জানিবা অবশ্যে।।

৪৫(ক) শেষ

৪৫(খ)

বিদুর বোলন্ত জাত হন্তে ভয় পাই।
জাত হন্তে জিবনত কষ্ট অতি পাই।।
তেন কান্দি জন কাখি জন নষ্ট জাতিম।
এ সব সহিতে না থাকিয় একোদিন।।
দারিদ্র দুঃখীত জাতি যথা দুঃখ পাই।
দেখি দয়া করে তাক যে জন সদায়।।
ধন বস্তু দিয়া মান্য করে নিত্যে নিত্যে।
সে জনের পুত্র পৌত্র বাড়ে ওতি নিত্যে।।

আপনার সুখক বাঞ্চা চয় জেহি নরে।
জাতিক বাড়াস্তা চেষ্টে যথাসাধ্য করে।।
যেন জানি জাতিক বাড়াও নৃপবর।
সাধু কর্ম্ম আচরহ মন স্থির কর।।
সুপবনু বির পক্ষ পাপ দুর দুবার।
প্রসন্ন জানক তারা চাহয় তোমার।।
প্রসন্ন হইয়্যো তুমি পাপ জন্মিক ভবক প্রতি।
পক্ষ ত্রাণ দিয়া সুখে ভুঞ্জ বসুমতি।।
পিতৃহত্যা সুএক পর্ব্ব পালিতে বহু জোগ।
তুমিয়্যো নৃপতি পাপবুক পালিয়্যোক।।
বুঝি জত বুলিলো সকলে তত্ত্ব হিত।
জাতি সবে দন্দ্ব না করিয়্যো কদাচিত।।
জাতি সবে একত্রে ভুঞ্জ ভিয়্যো ভোগ জত।।
সুখ দুঃখ কথা কহি জাতিত সতত।।
ভাল মন্দ কথা সব কহি জাতি সনে।
তাড়িতে বারিতে পারে জাতিয়্যে সঘনে।।
জাতি মধ্যে দ্রোহক আছয় একজন।
সে জদি না করে জাতি জনক পালন।।
জাতির জতেক পাপ সে জনাক পায়।
ব্রহ্মবধি ব্যাধের জেমত পাপ হয়।।
সমর মিলিলে রাজা নিশ্চিত সংশয়।
পাপ ভবে মরয় কিবা তত্ত্ব পুণ্য চয়।।
কৌরবে মরোক কিবা পাপ ভবে মরোক।
পুত্রো প্রকারত তত্ত্ব না চুটয় শোক।।

হেন ······শ্টোর অশ্হির জিবন।
শোক সাগরত পাছে মরিবা রাজন।।
পাণ্ডবক দন্দ দু না করিয়ো চাহি আন।
বনবাসু সবে দন্দ্ব সংশয় বিশাল।।
পাণ্ডবক দুঃখ দিয়া আছে দুর্য্যোধন।
যেন রূপে সে দুঃখ আছয় তার মনে।।
তুমি জদি প্রিয় করি দেহ তার ভাগ।
তুষ্টমনে তেহোঁ তেজিবেক মহারাগ।। ৪৫(খ) শেষ

৪৬(ক)

নিজ ভাগ দিয়া পাণ্ডবক তুমি থাপি।
সত্র জনের প্রশংসা লভিয়ো তুমি তপি।।
পাণ্ডবের বড় প্রিয় হয়ে কৃষ্ণ জদুপতি।
হরির সেবক সবে কাহার শকতি।।
ভিষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা তনুথানে।
পাণ্ডবের প্রিয় এ সবাক সবে জানে।।
সুর নর নাগ পক্ষি গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
জানিয়োক সবে হিত চিন্তু পাণ্ডবর।।
হেন জানি পাণ্ডবত দন্দ্ব পরিহরি।
সক্র প্রাব দিয়োক প্রাণমে ত্যাগ করি।।
পাণ্ডবের তুষ্টে তুষ্ট হবে সাবরাজ।
বিতুষ্টে পরিবে সবে জান মহারাজ।।
সমুদ্র পড়িলে হবয় নষ্ট বন।
সুনি না থরয় হিত নষ্টমিতো জন।।
সর্ব্ব নষ্ট হয় জদি দুর্যোগে সুনয়।
আইত করিলে হোয় নষ্ট কুতচয়।।

আপনার বুদ্ধি বল চিন্তি প্রথত।
পরক পুছিয়া জানি তার মর্ম্ম জত।।
জানি শুনি মিএতা করিব নৃপবর।
তাত দিন দ্যা হৈলে দিন দ্যা বড়িব বিস্তর।।
তসয় কণ্টক মুনিদ্রোক মুনিশ্চিত।
প্রাদ কবহ করে সরাজিজ্ঞ পরাক্রমনিত।।
যহা কোপ দুর জায় দযাত তরাশে।
মদা নন্দ নড়ি মুনক্ষত বিবংশে।।
প্রজ্ঞাহিন কপটিত মিএতা না কীরি করি।
বহুগুন রূপ দেখি জেহেন অনুরি।।
রূপ দে বিজন দৈবজ্ঞ ধর্ম্মিক মুনদ্র।
আত্ম বাক্যে সুহৃদক পালে নিরন্তর।।
কুলিন বা অকুলিন জেন তেন নর।
যজ্ঞাদা কালতে ধর্ম্ম পবে ততপর।।
মূর্খ বানি বোলে ন জাবয় মনদ্ব বান।
কুলিন মতেক নহে তাহার সমান।।
•••••চিত্তে এক তার বিত্তে বিত্তে এক।
প্রজ্ঞায় প্রজ্ঞ জয় এক মনদ্র মন ভেদ।
জেন দুইর মিএ তার হয় বহু দিন।।
দৈব দোষে জনি বিধি ন করয় তিন।
••••• দি জন বুর্দ্ধ জনয় ধার্ম্মিক।
তস্করের কর্ম্ম করে দুষ্ট সাহাসিক।।
পণ্ডিত না করে এ সবার সংশে সখা।
তডিবশে আন করে জেন জলরেখা।।

৪৬(ক) শেষ

······নি বোলে প্রানি স্থিত করে নিত।
প্রভুত্বা না করে কথা প্রতিব সহিত।।
এ জনার আহুরম্ভি খি হয় চিরকাল।
পণ্ডিত সভাজে দেখি সবে বোলে ভাল।।
না পারে পারিতে কথা করে তাকে অনুমানি।
দারীবাত কথা করে ধর্ম্মক প্রধানি।।
তার বন দুঃক্ষ্যো সব করি ধরে চিত্তে।
কথাবস্তু বুঝি তাক জানিবা নিপুণ চিত্তে।।
জে সুখ করিতে ধর্ম্ম অর্থ নহে স্থির।
সে সুখক সেবা করে স্থিরে অনুদিন।।
আগে সুখ এ পাছে দুঃখ জে সুখত দেখি।
মুক্ষে সে করিব তাক পণ্ডিতে উপেখি।।
অনুদিনে জে জন হবয় ক্লেশ চিত্তে।
তত্ত্ব জে জনের সাধু চিত্ত নহে কদাচিত।।
বেদক লিন ন্দ্রয় আক্ষো প্রানসিদ্ধা জন।
নখি না থাকয় তাত জানিবা রাজন।।
যতি রিদ্ধ অতি দানি অতি বিরবর।
প্রতি প্রজ্ঞা প্রতি দানি প্রতি প্রতপর।।
প্রতিময় কর্ম্ম করে প্রতি সুজনিত।
তক্ষে তাক পর উন তজয় কদাচিত।।
প্রতি ক্ষিপ্রতত প্রতি গুনবন্ত জনে।
নম্রীন থাকয় তাত জানিবা প্রাণনে।।
উন্মত্ত নরব প্রায় অন্ধ বন ওজন।
তালে বন দুনে থাকে সি-ভো ম রচে প্রস্হান।।

বেদ পড়িবার ফল হোম করে নিত্য।
শাস্ত্র শুনিবার ফল হবে সচরিত।।
ভার্য্যা গ্রহণের ফল রতি পুত্র পাই।
ধন অর্জ্জিবার ফল বিলাইয়া খাই।।
যে জন রাজত্ব ধন কর্ম্মক করিয়া।
সেহি ধনে করে পরিবার প্রেত কৃয়া।।
সু ধর্ম্মের করে প্রেত কর্ম্মক ন পারে।।
প্রেত রূপে ফিরে মহা বিকলতা ভারে।।
মহা প্রাপদ দুর্গ পলে দুর্গ বলে।
পুষ্প বরি কাড়িবার চাহে জনি জনে।।
এতেক শহানত যে জনক নাহি ভয়।
ছুপুত্র তার সদা আনন্দ রহয়।।

৪৬ (খ) শেষ
৪৭(ক)

নিয়মিত দেখি কর্ম্ম দেবতা পূজন।
সু প্রসাদ রূতি কর্ম্ম প্রজা সুরচন।।
এহি সাত কর্ম্ম হবে বিজেদের মুখ।
সাত কর্ম্ম করি সুখ ভুঞ্জ রয় বিপুল।।
দেব দ্বিজ গুরুজন দেখি বন্দে নিত।
পণ্ডিত গুরুক সেবা করে সুম্প্রচিত।।
তার জন কির্ত্তিবল আয়ু বাড়ি যায়।
পাপত বিমুখ সুখ পুন্য বুদ্ধি কায়।।
দুঃখ দুঃখ করি ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিহরি।
ধনক নারজ্জিব বিপ্রগণ সেবা করি।।
স্বদেশ দেশবক জিনে কপন কারণে।
সত্য বুলি অসত্যক জিনয় সে প্রাণে।।

মুর্খ পুত্রক দেখি দুঃখ করি টান।
মৈথুনক শোক করি ন টেজে মনুষ্য।।
বিভূষিত পুত্র দেখি দারিদ্রের শোক।
অ-নায়ক রাজা সর্ব্ব ন লোকে করে শোক।।
স ··· জনত ব্রন্ধ হবে জেহি জন।
সর্ব্বত জনত না হয় স্তুব বন।।
অমন ক্রোধ করি বৃদ্ধ হবে নারিগন।
বচন নায়কে নারি তেজে বৃদ্ধ ধন।।
যু জ্ঞান না করি চারি বেদ কন পায়।
যু ভুতি ব্রাহ্মণ হরে বনদ্ভত কায়।।
মুপুচি প্রভাবে হরে পৃথিবীর বন।
পতিব্রতা নারির বনত কুতুহল।।
সুবর্ণর খনি বুলি রজতক জানি।
রজতের খনি বুলি তাম্রাক বাখানি।।
তাম্র খনি বুলি শিশা সবাতে বিদিত।।
শিশার খনিকে বুলি খনি জে নিশ্চিত।।
নিদ্রাক বিদায় রাজা জিনিতে নয় পারি।
স্তুতি রতি সুবত মন ক্রোধ নহে নারি।।
অনলক দারু দিয়া না পারি জিনিতে।
যদ্যপি বদ্যত হবে বৃতি নিতে নিতে।।
·······জিনিব জদি যযাবন দিয়া।
রিপুক জিনিব ················।।
অন্নদান দিয়া জানো   বার্য্যাক জিনিব।
মাকন ············· উপার্জ্জিব।।

৪৭(ক) শেষ

•••• নু শোনে রাজা মোর বোল ধর।
কৌরবে পাপ ভবের •••••••••••••।।
পুত্রবধে পাপ ভবক দেখি নত্রা করি।
রাজ সুখ ভুঞ্জি ফিরোক মোক ধরিহরি।।
সু ধর্ম্ম তুষু বহুতর ধন পাই।
যে জনে তেজয় তবে সুখে নিদ্রা যাই।।
দুঃখ দুর গেল তার সুখি হৈল কায়।
পুরান ধর্ম্মক তেজিবার সমর্থ রায়।।
কাণ্ট ভুঞ্জি বৃথা জেন তুণ্টক না পাই।
মনুষ্যের তৃপ্তি নহে নদি জল পাই।।
জন তুণ্ট নহে ধনতের প্রানি হরি।
দুৎপারত নহে জানিয়োক তুণ্ট নারি।।
গ্রামায় বৃত্তি করে তেমতে বন্ধী নাম।
লনুকে বৃদ্ধ জক হরে জানিয়ো নির্ঘাম।।
কৃপনতা ভাবে নহে জন নণ্ট করে।
তৃষিত ব্রাহ্মনে রাজা বারিবাক পারে।।
লোকে বতি নাসে তত্ত্ব ব্রাহ্মন সংশয়।
ধর্ম্মক লেজিবা রাজা জানিবা নিশ্চয়।।
দুঃখ শোক যিত নহে ধর্ম্ম নিত্য সার।
সুনিত্য জীবন রাজা অনিত্য সংসার।।
অনিত্যক তেজি রাজা দ্বি নিত্যে কর মতি।
ধর্ম্মক রাখিলে সুদ্যোধোকে যুক্ত গতি।।
মহাজন ঝিত দন তু ধরিলে না পাই।
ধর্ম্মী ধর্ম্ম দুই পাত মহরে চলি জাই।।

বনরত্ন যুর্দ্ধ বসুখতিক আসিয়া।
নানা ভোগ নৃপগন বিপুল ভুঞ্জ ্রিয়া।।
নৃপগন সেন সাব জনের নগরি।
ভোগরস রহিল রহিল বসুন্ ্ধরি।।
মুখক চাহিলে নর বিদ্যাক না পারে।
বিদ্যাক চাহিলে তার সুখ দুর জারে।।
শিহর বুদ ্ধি করি দুই একক ভেজিয়া।
সুখি হৌক নরবর একক তজিয়া।।

৪৭(খ) শেষ

৪৮(ক)

যহা দুঃখে পোষে নর সুখক জতনে।
ধরিলে তাহাক বোক পরিয়া আছে আপনে।।
চিন্তা মধ্যে তুমি মোর জেন কাণ্ট চয়।
বান্ ্ধব মধিতে বুদ্ধি কাল ্নিষ্ক ধর জারে।।
ধর জায়া পোষ করে দিন পঞ্চ মাত।
শোক করিহরি পুরহরি বায় তাত।।
ধন জন দেখিয়া ভুঞ্জ ্রয় ভোগচয়।
গুরুজন পানসে সুখক পালোরয়।।
সুখলোক পাসরয় জে বনক দেখি।
আপনে ধরিলে জায় সে বন উপেখি।।
পুন্য পাপ মধ্যে করি জায় জনপুর।
পুত্র স্নেহ দেখি পোষে বান্ ্ধব নিকর।।
দগ্ ্ধবন দেখি জেন ঢেকে নৃপচয়।
মরাক পুড়িআ ভেল বান্ ্ধব তনয়।।
ধর্ম্মী আর করি যায় জায় জনপুর।
হেনমত জানি ধর্ম্ম কর নৃপবর।।

ধন রত্ন পুর্ষ বস্তুবতিক সাজিয়া।
নানা ভোগ দ্বিগন বিপুল ভুক্ত ক্রিয়া।।
দ্বিগন গেল সাব জয়ের নগরি।
ভোগরস রহিল বসুন্ধরি।।
পরিক্রম নদি করি যনিদ্রোক বলে।
তত্ত্ব তার জল পুন্যচয় তির্থ জত।।
ঋতি তার দুই কুল বাগ্না উর্দ্ধচয়।
তাত স্নান করি বির পবিত্র হবয়।।
কালনদি হৈল দ্রোয় পক্ষ ম জান তার।
কাম ক্রোধ দুই কোট বিনয় তাহার।।
জর্দ্ধ জরা জুত নদি দুর্গম বিশাল।
ঋতি নারে তাক তুমি শ্রবি তাবিয় ভুপাল।।
তুক্ত হৈক বস্তোরেন্দ্র ব ধন বৃদ্ধ ব হয়।
বস্তোরেন্দ্র ব .... বাক্যচয়।।
তারপর কার্য তাক পুছি তার করি।
কার্য নষ্ট হয় যোহা দুগনত তরি।।
.... রাখিয়া ...নিবে উদর নদায়।
চক্ষুর সকল বচনক কন্ন বয়।
কর্ন্ন চক্ষু দুঋকো যানি রাখিব সতত।
যনক রাখিব চক্ষু বচন কর্ম্মত।।
...... স্নান করে নিত্য যজ্ঞ সুখ ধরে।
নিত্যে পদ্ধে পতিতের গ্রহন না করে।।
কর্ম্ম করি নিত্যে নিত্যে গুরুভক্তি হয়।
সেহি দ্বিজে তিনে কাল সুগতি বসয়।।

৪৮(ক) শেষ

৪৮ (খ)

.....পড়ি ত্রজাগানি যোহা জজ্ঞ করে।
দ্বিজগন রাখি .... ধনু ধরি করে।।

সম্মুখ সমরে পড়ি সুর পুর জায়।
কেঝিতুর এহিকথা কহিলোহোঁ রায়।।
····পাঠ করে দ্বিজ ক্ষত্রিয়ক তোষে।
কান জানি বন্ধু করে পরিজন পোষে।।
ধর্ম্মার্থে কানন যজ্ঞে এবুগত পাই।
সুরপুরে বৈসে সুখে সন্দেক তুচ্ছ জাই।।
সুদ্র যে জাতির একো নাহি ধর্ম্ম।
দ্বিজ সেবা করে তার এহি নিজ কর্ম্ম।।
দ্বিজ তুষ্ট হৈলে সর্ব্বজন তুষ্ট হয়।
প্রান পরিহিরি পুত্র সুরপুর জায়।।
চারিয়ো জাতির ধর্ম্ম কহিলো নিশ্চয়।।
করিবার কারন সুনিয়ো মহাশয়।।
ক্ষত্রিয় জাতিত হিন হৈল যুধিষ্ঠির।
রাজ ধর্ম্ম না কি তুমি শাসিয়োক বির।।
ধৃতরাষ্ট্র বদতি বিদুর বিচক্ষণ।
তুমি জেন জানি বোল বোর সেহি মন।।
পুত্র সব করি বরো পাণ্ডবক চিত্তে।
তথাসে পাসবোঁ দুর্য্যোধনক দেখিতে।।
বলবন্ত ভাগ্য সে ভুবনে ব কিছু নয়।
ভাগ্য জাক নাহি তাক ভুবন ত্রে না পায়।।
ভাগ্যে জার না হয় অভাগ্যে তার গতি।
রামপদ বন্দি করি রাজ নিপতি।।
বিদুরক পুনরপি বোলে কুরুরায়।
জানিলো তোমাত হন্তে ধর্ম্ম সমুদায়।।
ধর্ম্ম কথা আছে জানি কিছু অবশেষ।
কহিয়োক তবে সুনো ধর্ম্ম উপদেশ।।

বিদিত সংসয় আতি ধৃতরাষ্ট্র মনে।
সে কথার জোগ্য নহে কহো কি বল জ্ঞানে।।
তুমি ইহো সংসয় ছেদিয়ো কহি রায়।
নৃপতির জেন পূর্ব্ব দুঃখ দূর জায়।।
সনাতন ব্রহ্মর্ষির জরা মৃত্যু ভয়।
কামক্রোধ মোহ আর দম্ভক জিনি জিনয়।।
নৃপতিক কথা তুমি বুঝিয়ো সম্প্রতি।
বুঝা শিবাশক জেন জিনে নরপতি।।
অনন্তরে ধৃতরাষ্ট্র নত্রতো হাসয়।
ঋষিক পুছিয়া মৃদু বচন বোলয়।।
মৃত্যু নাহি হেন বোল বুঝিলোঁ পূর্ব্বত।
কেন মতে পারে হেন বচন সর্ব্ব জ্ঞাত।।
সুরা ··· মহাধর্ম্ম চয় করে।
মহাযজ্ঞ করি মহাব্রত আচরে।।
তথাপি মৃত্যুক না জিনিলয় একোজনে।
জগতত মৃত্যু নাহি তুমি বোল কেনে।।
ধৃতরাষ্ট্র বদতি বিদুর মহাকায়।
তেহে ধর্ম্মতনু তেজ তনু কহি রায়।।
মনুষ্য শরীর ধরি মহো ধর্ম্মবান।
তার মোর সমাধান হৈব কি বল জ্ঞান।।

৪৯ (ক) শেষ

৪৯(খ)

শুন ········ শুন নৃপতি প্রধান।
মৃত্যু নাহি জগতত তাক সত্য জান।।
প্রমাদ মোহত হন্তু মৃত্যু উপজয়।
তার মৃত্যু নাহি জাৱ দুইক জিনয়।।

প্রবাদ করিতে সুরগণের বিপত্তি।
প্রবাদ না করে দুর্শবতে হবে স্থিতি।।
ব্যাঘ্র প্রায় মৃত্যু কোন বস্তুক না খায়।
না দেখিএ কাক তত হেন আছে কায়।।
কেহো কেহো জনে বলি জায় মৃত্যু বুলি।
সে কিছু না জানে জেন দুশ দেবর আগ্নালি।।
জম দূত হনি জমপুরে করে বাস।
মানুক দুস্টক যাদে জানিয়ো পাঁস।।
জমপুরে জায় জদি মনু জন বল্লি।
তাত মানু দূত দরশায় প্রভু হল্লি।।
দুস্টজন বল্লি জদি জম পুরে জায়।
ঘোর জমদূত তাক হল্লিএ দেখায়।।
কেশব মোহ প্রবাদক মৃত্যু কল্লি জান।
তিনি জাক মোহে মোহে তার না রহে গিয়ান।।
জমকে দেখিয়া বড়ে বেদনা প্রচুর।
তিনিএ মোহিত হয়্যা জায় জমপুর।।
এই কেশবে মোহ প্রবাদক যার দৈবল মন।
মৃত্যুক জিনিতে না পারয় সেহিজন।।
কেশব মোহ প্রবাদক মৃত্যু বুলি জানী।
মৃত্যুক মরণ বুলি জগতে বাখানি।।
মনুষ্যক মৃত্যুক নমা পারে কদাচিত।
সে সব জাহার কায় কেশব ভুতনিত।।
কায়কেশবে জিনিলেক সে সবার মন।
তবোবয় নরক দেখিব সেহিজন।।

কামক্রোধ লোভযুত জে জনের কায়।
পালো পালো বুনিয়া মুখ পায়া জায়।।
সত জনের সুখ গুরু দুর্জনে না পায়।
কদাচিত পায় তবে হয় পন প্রায়।।
দুর্জন মুখে তুথত লোভ ধরে।
পাছে কাম ক্রোধ তিনি বন্ধি বন্দি করে।।
তিনি প্রকারত নর ধরে বন্দি হুই।
মৃত্যুর পারয় বুনিন কতক হই।।

৪৯(খ) শেষ

৫০(ক)

এহি জানি সির জন শরীর বুনদি থান।
নিত্যে নিত্যে ধর্ম্ম করে গুতি মুজতনে।।
মৃত্যু নাহি তার তেজে প্রাপনে না ধরে।
পুরান লেহাক জাড়ি নব লেহা ধরে।।
জে জন ধনয় ধর্ম্ম সেহি সির জন।
তাহারে জানিয়ো মৃত্যু নাহি কদাচন।।
কাম ক্রোধ লোহ জার জিনিলেক কায়।
তারে মৃত্যু হরে তাতে যমপুরে জায়।।
মৃত্যু নাহি যম নাহি হরি সর্ব্বময়।
মুর্খত বারিতে কাম ক্রোধ নিয়ামেয়।।
কামক্রোধ লোভে পড়ি মুর্খজন মরে।
সিরজন ধ ধর্ম্মকরি এ সকল তরে।।
রত রাষ্ট্র ধনতি শুনিয়ো মুনিবর।
ধর্ম্ম অধর্ম্মক দুয়ো করে একে নর।।
কীবা তার ধর্ম্ম কয় অধর্ম্ম করে নাশ।
অধর্ম্মক ধর্ম্মে জিনে করিলো বিনাশ।।

কহি মোরে ধর্ম্মাধর্ম্ম দুক্ষ দিবার লাগে।
ধর্ম্ম বলবন্ত তাঁর কর দুক্ষ দূর আগে।।
যে অধর্ম্মের কর্ম্ম থাকে দুক্ষ দির নিশ চয়।
জনক দুক্ষ দিবে ধর্ম্ম অধর্ম্মের ক্ষয়।।
ধৃতরাষ্ট্র বদতি শুনিয়ো কহি রায়।
কোন পুন্য করি দ্বিজ স্বর্গপুরে জায়।।
কোন স্থানে ব্রাহ্মন গণের রয় স্থিতি।
শুনিবাক ইচ্ছা তাক কহিয়ো সম্প্রতি।।
কহি বোলে নৃপবর শুন মতিরায়।
বনিক দেখিয়া জেন বনি দেখি জায়।।
সেহি ময় সেহি দ্বিজ ব্রত করে নিতে।
তাহার স্বর্গত স্থিতি জানিবা নিশ চিতে।।
জে ·····ঘরে অন্ন পান বহুতর।।
জাহে তাহে জথা তথা ভরয় উদর।।
জার অন্নপান বরিষার ফুল প্রায়।
জানিবা নৃপতি সেহি স্বর্গপুরে জায় ।।
········দুক্ষ দূরে জায় দুঃখ পায় প্রান।
তথাপিতো জার তাপ নাহি দ্রপবান।।
ঘরে বনে দুখ্য দুক্ষ দিতে নাহি চিত্ত।
সেহি মনু জন সেহি নহনু পণ্ডিত।।

৫০(ক) শেষ
৫০(খ)

············ব্রি জাহে করয় ভোজন।
শুনিয়োক নৃপবর তাহার জিবন।।
কুকুরে জেহেন বান্ধ্য পুনু পুনু খায়।
পরধন হরি জিয়ে তদুত পরায়।।

জা *****বৈসে করে নানা প্রতংচয়।
আপনাকে ঢাকে জেন কেহো না দেখয়।।
প্রথমু জনত প্রতিগ্রহ নাহি জার।
সে বিপ্রক দ্বির জনে করয় সৎকার।।
প্রবঞ্চত নাহি দান উপদ্রব হিন।
সজ্জন সমক্ষে সমাজে সমু প্রাপ্ন প্রবিন।।
প্রতিষ্টি জনের কিছু আচার ন করে।
সেহি প্রভু জানে জেন তাক বোলে নরে।।
ধনি জেন না দেখায় মনুষ্য লোকত।
দেব কার্য্যে ধনি জেন দরসে সতত।।
পুত্র কাজে দেব কাজে ধন দেই দান।
সে দ্বিজের প্রভু সে পবিত্র জান।।
ধন দিয়া জন্ন করি বহুদান পায়।
সেহিধান্যে মনুষ্য বুলিএ মহারায়।।
ধনক না দেয় না করয় জন্ন হানি।
তথাপিতো ধান্য পায় দ্বিজবানি।।
মহাধান বড়ি জাকে হরিষ না করে।
মহাঘাত উপদ্রব জাকে তাপ পরিহরে।।
পর দ্বিজের ধান্য জোড়ি ধন ধন ব করে।
সেহি দ্বিজ বিপ্র বৈদ্য জানিয়ো প্রপরে।।
সেহি দুখে থাকে জাকে মান জেন ধরে।।
দুঃখ্যো না করিব জেন জানিয়া না করে।
প্র ধর্ম্ম না হৈব জেন জানিয়া সুজনে।।
পাপ না করিয়া তেজিবারা জৌন মনে।

লক্ষ্মী সুখক দেহি জানে সর্ব্বজনে।
লক্ষ্মীএ দুঃখক দেহি জানিবা আপনে।।
প্রজ্ঞাযুত জনে লক্ষ্মী জানে সর্ব্বকাল।
প্রজ্ঞাহিন জনে লক্ষ্মী নাশায় দুকাল।।
সত্যবাদি ধর্ম্ম স্বভাব নম্রা শৌচ মন।
বিনয়বান মৌন বুদ্ধি প্রমোদ স্থির বিশ্বাস।।
লক্ষ্মী আসিবার হয় এহি দ্বার চয়।
জানিয়োক নৃপবর পণ্ডিতে কহয়।।

৪০(খ) শেষ

৪১ (ক)

ধৃতরাষ্ট্র বদতি মুনিয়ো মহাঋষি।
চারিবেদ জানে জাএ ব্রাহ্মণ তপসি।।
দৈববশে তাএ যদি করে পাপ কথা।
কহিয়ো তাহার ন হয় ....।।
ঋষি বোলে শুনিয়োক নৃপবর। সার।
সুখে দুঃখে পাপ ভুঞ্জিবাক লাগে তার।।
পাপে নষ্ট হয় চারি বেদ পড়িবাত।
মোর বাণি মিথ্যা নহে কহিলোঁ তোমাত।।
আএ রাজা বোলে মুনিবর যদি হেন হয়।
ধর্ম্ম বিনে বেদ পাপ দূর ন করয়।।
বেদে সে প্রধান ব্রাহ্মণে হেন কহয়।
ব্রহ্মার বচনে জান সে বোল না বয়।।
ঋষি বোলে ব্রাহ্মণের তপেশে প্রধান।
হেন জানি তপ করিবেক সুবন্ধানে।।
পরলোকে জান ভুঞ্জিবেক স্বর্গ সুখ।
বেদ কিছু নহে জাএ তপত বিমুখ।।

রাজা বোলে কবিবর কহিয়ো নির্ণয়।
বেদ বিনে কেন ঘটে তপ উপক্ষয়।।
কবি বোলে একাদশ দোষ বিবর্জিত।
তপ উপক্ষয় রাজা জানিবা নিশ্চিত।।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রাণি হিংসা মন।
মনুষ্য নিন্দ্য শোক মিথ্যা ছে বচন।।
নিজ প্রশংসা সহিত প্রাণি একাদশ দোষ।
একেকে পাতক্ষয় করিবাক বড়ি দোষ।।
বাক্য । বিবর্জনা প্রতি বুনধ্যী র চঞ্চল।
ক্ষেপাধিক হবঞ্চ মহাপাপ মহাবল।।
হয় পাপ করি নর নরকত পড়ে।
ন করয় মনু জন এ দুষ্ক ডরে।।
জে জ *****বে নিত্য স্বৎপারক চিত্ত।।
জপ্ত করি সুরতি তুষ্ণা ত্যজ প্রতিনিত।।
মিথ্যা তাপ করে স্তুতি সে পুনু দুর্জন।
নারিক হিংস্য বহু প্রশংসা কৃপন।।
এহি *******ন হরে নর ব্যাতি প্রায়।
সাতো ********* সে পাপ ক্ষয় কায়।।
এ সাত প্রকার তেজিবেক বীর জনা।
একত প্রবেশ হৈলে বুদ্ধি হৈব বর্ম।।

৫১(ক) শেষ

৫১(খ)

ত*******জ বর্জ কথা প্রতি যুক্ত।
সত্য ক্ষমা অনুসূয়া সত্য দান গুন যুত।।
সমতা সুগুন সবে দ্বাদশ প্রকার।
ব্রাহ্মণ জাতির এহি সব গুন সার।।

কর্ম্ম না বুঝিলে দুঃখতে জে থাকে হয়।
মহাদুঃখে অতি কষ্টে না করয় হয়।।
এহি হয় কর্ম্মক জে জিবনর গুনি।
পনবন্ত গুনবন্ত বুঝি তাক দেখি।।

৫১ (খ) শেষ

৫২(ক)

প্রবাদের আচরন জানিয়ো প্রধান।
হেন দ্বীপ্র পক্ষ কবলে বলে গুনুজান।।
ভূত ভবিষ্যত লোক করে সবে পরি।
মুখি হয় এহি আস্থে অষ্ট দোষ পরিহরি।।
দোষ গুন সকলে কহিলো নৃপবর।
দোষ ত্তেজি সন্ধু গুন ধরে নিরন্তর।।
দোষক ত্তেজিয়া জাকে গুনে করে মন।
জানিয়ো নৃপতি সেহি হয় তপোধন।।
ধৃতরাষ্ট্র বদতি শুনিয়ো মুনিবর।
ভারত পুরান বেদ পড়ে কত নর।।
ব্যাভিচারি বেদ পড়ে কেহো তিনি দুই।
কেহো এক বেদ পড়ে একো একো দুই।।
কহি বোলে ব্রহ্মার বিহিত বেদ এক।
তাক ব্যাসে ত্রিবি পাছে শুনিছে অনেক।।
চারি বেদ কন পাই এক পড়ি বাত।
এক হরি চারি বেদ জানহ সাক্ষাতো।।
কৃষ্ণ এক সত্য বুলি যোগি পরে কহে।
বেদ পড়িবাত কন কৃষ্ণ চিত্ত রহে।।
হেন মত বেদক না জানে মূঢ় জনে।
পণ্ডিত বুলিয়া নামে আপনাক মানে।।

জো দু •••••• থাকে এ সকল গুনচয়।
পৃথিবি সাসিতে সেহি ব্রাহ্মনে পারয়।।
জদি সর্ব্ব গুন দ্বিজ না পারে পালিতে।
এক দুই তিনী গুন পালিব নিশ্চিতে।।
ত্যাগ দান সত্য এ প্রকার তিনি সার।
এহি তিনি গুন ব্রাহ্মনের মুখ্য থার।।
এহি তিনি গুন জেবা দ্বিজ করে দ্রি বশি।
সেহি মোহা মুনি বেহি গণ পূজিত নিরবশি।।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মিথ্যা হিংসাবলি।
প্রমত্তা মনুষ্য লোক দম্ভ নিত্য গতি।।
প্রানিবাদ পরিতাপ করে থাকে জন।
বাক্যাদি গুনয় অসদগয় অস্টাদস।।
মনুষ্যের অস্টাদস এহি দোস জান।
এক দোস থাকে জাত সেহি সে অজ্ঞান।।
অস্টাদস দোস জাত না করয় বশি।
সাধু বলি গনি তাক জানিয়ো নিযামি।।
যত্ন বিদ্যা ত্যাগ করিবাক বড় ভাব।
করো সুনিয়োক তাক বুদ্ধ নরপাল।।
সুখে হরস না করয় অসুখে বিশোক।
এহি এক বিদ্যা ত্যাগ রূপ জানিয়োক।।
ভার্য্যা পুত্র বান্ধব সমস্ত সুখে রহি।
কালে জজ্ঞ করে দান দেহি এহি দুই।।
প্রজ্ঞোদ্য বচন যে বোলয় তিনি বরি।
পরধর্ম্মে ধর্ম্ম ন করয় চারি বরি।।

ভারত পুরান বেদ পড়িয়া সকল।
হরি ভকতের ভাব এহি হৌক ফল।।
হরি ভকতির ভার নাহিক আদর।
সে জনের রাজ্য জেন বাতুলে বর্টএ।।
সত্য জ্ঞার নাহি তার বেদ যজ্ঞ দান।
সোভতে সকলে তুবতে দৈন জান।।
মানস কর্ম্মক করি সংকল্প করিয়া।
সে জার নাহিকে তার ব্যর্থ সবে হুয়া।।
মনে চিতে আন কর্ম্ম চিতে জার আন।
নিস্ফল তাহার বেদ পাই জজ্ঞ দান।।
অস্হির মত্যের সিবা সব ব্র অকারণ।
দক্ষ বাতু রসে যায় জান সেহিজন।।
তুষরে······ক আদরে সর্ব্বজনে।
করে বা না করে বেদ পাই সে বরনে।।
সেহি জনে বেদ পড়ে সেহি তপ করে নিত্যে।।
সুদ ্ব ভাব করি করে তাহাক পদ চিত্তে।।

৫২(ক) শেষ
৫২(খ)

হেন স······সে ভুপতি ভুপান।
জাতি ত্রাম্ভনক না দিবাহা অপমান।।
সত্যবানি বোলে জাতে তার স্হির জ্ঞান।।
জানি ভূপতি সেহি বহু তুষিলা।।
বেদব্ ্রন ্স জানে সব্ ্ব ঋষি পুরাতন।
তেহে বুলিয়াছে সত্য সুরুপ বচন।।
হন ্রক পড়িয়া জদি বেদ না পড়য়।
বেদের তত্ত্বক সেহি জনে না পারয়।।

বেদ কেহ জানে কেহো না জানে পিতৃ।
জদি বা জানয় তবে তত্ত্ব না জানয়।।
বেদক জানয় জদি হন্দক নচ জানে।
বেদ বহি তাক জানে সত্যবাদি জনে।।
বেদক চিনুয় বেদ সাশ্যক না জানে।
সংসয়ুক ছেদে সবহোরে তত্ত্বজ্ঞানে।।
মৌনে সেবা করে তাক না চিনুয় আন।
তাত হন্তু বডি এ পরম তত্ত্ব জ্ঞান।।
তুমিও ব্রহ্মক চিনিয়োক মৌন মনে।
মৌন ধরিবাত মুনি বোলে সর্ব্বজনে।।
বনবাসি হৈলে মুনি নহে হেন জান।
মৌন ধরি ব্রহ্ম কিছু চিনে সেহি মুনি জান।।
আপনাকে চিনে জাকে সেহি মহামুনি।আমা
নানাগুন ব বাখানয় সেহি ব্যাকারনি।।
প্রত্যেক দেখায় কাজ সেহি মুনিদেবে।
সত্যবাদি দ্বিজ ব্রহ্ম বুনি জানি লেবে।।
ধৃতরাষ্ট্রে বোলে ঋষিবর শুনিওক।
জে কিছু বুলিলা ব্রহ্ম চিনিবাক লোক।।
কহিওক ব্রহ্ম পুন স্বরুপ কাহিনি।
ব্রহ্ম বাএ মানিলো তোমার সবে বানি।।
ঋষি বোলে ব্রহ্ম ন কহিলো নৃপতির।
ব্রহ্মকথা একো কালে কহিও সম্ভুর।।
গুহ্য বিদ্যা কহ ব্রহ্ম চর্য্যা ভজিবাক।
ব্রহ্ম চর্য্য তপ করি জপ মহাতাপ।।

৫২ (খ) শেষ

রাজা বোলে পুজ্য বিদ্যা শুনি করে জাক।
জানিলো নিশ্চয় তুমি কহিবা আমাক।।
ব্রহ্ম কথা শুনিলে অমর হয় কায়।
তাক লোক না কহ কিসক রিষি রায়।।
ঋষি বোলে ব্রহ্ম শুনিবাক আর মন।
শ্রবণে বিষ্ণুর মুখে চেতে কতো জন।।
কায় ক্লেশ লোভ মোহ তাক পরিহরি।
পাছে ব্রহ্ম শুনি আর ব্রহ্মলোক পুরি।।
পরিরক শুদ্ধে শ্রবণে বাণ যাবে।
জন্ম করি শুধি পাছে জানে পড়াবে।।
গুরুক প্রণাম করি মোহাবিদ্যা পায়।
আপনে পড়িয়া শাস্ত্র পরক পড়াব।।
····কর্ম্মে কথা কহে মন্ত্র বাণি।
সেহি বাণ বার তাক গুরুবুলি বানি।।
মন্ত্র না চিনিব তার বড় বান্য করি।
পাছে জদি পারে তবো ক্লেশ পরিহরি।।
·····ভেদের প্রথম এহি পাদ।
দ্বিতিয় চরণ রাজা কহিলো তোমাত।।
মনে প্রাণে ধনে কায় বচন সহিতে।
গুরু ব্রহ্ম বুলি দুই চরণ নিশ্চিতে।।
শুদ্ধ ভক্তি গুরুপতি করি জতবান।
গুরুর পত্নিক ভক্তি করি স্তবন জ্ঞান।।
বিধিমতে গুরুসেবা করে প্রতিদিন।
তৃতিয় চরণ রাজা জানিও নিশ্চিত।।

গুরুর দক্ষিনা বুঝি নাহি দেছো অবে।
প্রবাস করিব মৌন ব্রত ধরি তবে।।
এহিমতে তিন তি প্রবাসক চলি জাএ।।
প্রবাসত বস্তু আনি দক্ষিনা জোগাএ।।
ব্রহ্মচর্যা ব্রত ধরি ভিক্ষা মাগি খায়।
মাগি জাটি জত কিছু ধন বিত্ত পায়।।
সেহি বিত্ত নিয়া গুরু দক্ষিনা জোগায়।।
চারি পাদে ব্রহ্মচর্যাব্রত পূর্ন্য হয়।।
গুরু ...... জেন বলে শিষ্যচয়।
গুরুর পুত্র প্রবর্ত্তিব সেহি নয়।।
হেন মতে জে জন করয় গ্রহ বাস।
তার ধন পুত্র বাড়ে পশু নাহি নাস।।

৫৩(ক) শেষ

৫৩ (খ)

এহি ...... করে ব্রহ্মচর্যা ব্রত।
দেব পুরে পদক পায় জানিও পুর্ব্বত।।
ব্রহ্ম ঋষিগন দেব ব্রহ্মার সদন।
নৃপবতি হৈল মদে অপেশুরা গন।।
তখন পদক পায় দেব দিন করে।
এহি ব্রত প্রত্যুক জিনয় পির নরে।।
এহি ব্রত ব্রহ্মা করে কৃষ্ণ পদে বাস।
ব্রহ্মচর্যো ব্রত রাজা করিলো বিশ্রাম।।
ধৃতরাষ্ট্র বনতি শুনিলো তপোবন।
ব্রহ্ম কোনরূপ যোত করিলো আপন।।
কিবা মুদ্র যৌর মিন কৃষ্ণ বর্ন জনে।
ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মনে জাক ....।।

ঋষি বোলে নৃপবর সুনিও কাহিনি।
ব্রহ্ম কোন রূপ তাক আমিও না জানি।।
জোগি সবে ধ্যান করি চিন্তে নিত্যে নিত।
তেহোঁ না জানয় ব্রহ্ম কোন বন সূতা।।
জদি সর্ব্বব্রহ্ম অনন্ত রূপ ধরি রহে।
খুদের ধারত করি অনন্ত রূপ কহে।।
বড় হৈলে তাত সবে বড় নাহি আন।
ক্ষুদ্রবনে জনক ক্ষুদ্রএ দেয় স্থান।।
বর্ম্মরূপ ধরে তেহে সর্ব্ব পরিহরে।
তার ভিন্ন নিজরূপ না জানয় চরাচরে।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আকাশ চারী স্থানে।
কথা ব্রহ্ম থাকে তার নি··· জানে।।
অজর অমর তেহোঁ ত্রিগুন ধরি।
সাপয় নাশয় তেহোঁ সহে সৃষ্টীকারি।।
সকল জগত আছে তাহার উদরে।
সে জন না জানিয় তাক কেমন সবরে।।
রূপবন্ত তেন তার নাহি তেজোময়।
ধ্যানদৃষ্টি করি তাক দেখে জোগিচয়।।
কোন রূপ ন জানয় ত্রিভুবন জনে।
রাবের কিংকর দ্বিজ কবিরাজে ভনে।।।

৫৩ (খ) শেষ

৫৪ (ক)

পুনরপি ঋষি বোলে নৃপতি প্রধান।
সুরিদ ভাবের জানা হএ পুনটান।।
সুরিদের পুত্র হৈলে আনন্দ দুক পাই।
অগ্নি কার্য্যত পুরে কস্ট সুত কহি।।

অদেয় বস্তুক দেয় দুরিদে সংকল্পিতে।
আপনার দুঃখ হয় জানি তাক দিতে।।
দুরিদক না দিয়া ভুক্ক ভিব যত ভোগ।
সততে বধিব কর্ম্ম করিতে অযোগ্য।।
এমহিন জন জেন দুঃখ দেয় ঘর।
তাক তাক দিয়া লৈয় আপনার ঘর।।
পুত্র দারা সহিতে ভুক্ক জায়া দিব বন।
আপদে থাকিব তাক এহি হয় গুন।
সাধকের জান নাহি কারণ ভুপাল।
সেহিজন সাধক জে দানি সর্ব্বকাল।।
সেহি তপ বন তাক্ক নিত্যে হয় দানি।
ধনি বা নিদ্ধনি হৌক নির্ত্তরক জানি।।
নিশ্চে জে পড়য় নিতি সাস্ত্র ধর্ম্ম।
সবাতে অধিক এহি ব্রাহ্মণের কর্ম্ম।।
তপজপ যজ্ঞ করে সন্ধ্যা জপ গায়।
জনরাশি প্রচারে অবশ্য হবে কায়।।
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধরে মৌন ব্রত করে।
জানিবোক সংসার সাগরে সেহি তরে।।
হেন প্রিয়ক দধি সত্য বানি বোলে নিত্য।
সেহি মোহামুনি রাজা কহিলো নি ·····।।

জে বুজি তোমাত কহিলোঁ পুর্ব্বত।
তেত্রোবয় ব্রহ্মব্যাত।
তাক দেবচন্দ্র শতত্র পুজয়
সুর্য্য হৈন তাতে তাত।।

তেজ বুনি জাকে ব্রহ্ম বুনি তাকে

তেজে ব্রহ্ম একে জান।

যত তেজোময় সবাতে তাপয়

তাহার প্রতাপ টান।।

•••তেজোময় জগত প্রজয়

প্রলয়তে প্রজে জল।

জলের দৈবাত দুই দেব রহে

জ্যোতির্ম্ময় কৃষ্ণ শুক্র।।

৫৪ (ক) শেষ

৫৪ (খ)

………… দুহাকারেত

দুহজ্ঞু প্রস্টিক থাপে।

সনুক তরাই দুস্টিক তরাই

নিজ ভুজ বলে থাপে।।

এই দুই দেবক ভুমি আমানক

চতুর্দ্দশ ভুবনক।

ব্রহ্ম একেশ্বরে ধরব উদরে

দেখিয়ো তার বর্দ্ধক।।

সপদিব চিতি পর্ব্বত সম্প্রতি

সর্বের নদি জতেক।

বন উপবন স্থাবর জংগম

ব্রহ্ম•••বে ত্রিজিলোক।।

ভুবের রথত আছে হয় যত

সবারে নিজ্য সকতি।

ভুব তেজোময় তাহাক রহয়

ব্রহ্মম

ব্রহ্মের তাহাতে গতি।।

চক্ষুএ না দেখি   মনত উপেক্ষি

ধ্যানত করিয়া চিত্ত।

চরাচর জনে   পশু পক্ষিগনে

সে পশু সবাতে স্থিত।।

জানিয়ো নৃপতি   অবিচ্ছেদে গতি

কাল নদী বহি জায়।

নরু এক বার   দুর্লভ সুসার

সেহি সে কৃষ্ণের কায়।।

মোর যদি তাক   নারে ভাবিবাক

না পারয় মোহ বলে।

সুবক তেজিয়া   তোমক বুজা জিয়া

তবে তাক যোগি জনে।।

জাতি হিন্দুর   যদ দুর্বক রার্থক

বাপিনলু হরি মাধু।

তাক দেখাপনে   বুজা দুক রূপবনে

মুনি জেন পিয়ে মধু।।

সেহি হরু বাণ   জানিয়ো নির্বাণ

পরাব কৃষ্ণের তনু।

তাত জে পরয়ে   কৃষ্ণ **ন হয়

সংসার মুক্তি ত***।।

৫৪ (খ) শেষ

৫৫(ক)

কাল মধুবন্ত্র   বান পঞ্চদিন

সকলে দেখি পরায়।

বধ্য বান দুব বাতি   কৃষ্ণ বুকে স্থিতি

পুনু দশ দিশ জায়।।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব করে   পূর্ব্ব পূর্ব্ব হরে
পুন্য পুন্ন্যাদরে ।
পুর্ব্ব দেব রাজা   জানি বা সকলে ।
পুর্নব্রহ্ম চরাচরে ।।
পুন্য ব্রহ্ম সার   তাত অবতার
পুর্ন বল কৃষ্ণ দুই ।
তাতো ত্রিজিদেক   জগত অনেক
তার কুর্ম নানা দুই ।।
কৃষ্ণ পঞ্জ   ততেক সবয়
ক্ষি নিগমে ত্রবে বাবানি ।
ত্রনয় কালত   জে জন হবয়
তাকে পুর্ব্ব বুলি জানি ।।
পরম প্রকাত   বাড় উজয়
তাহাতে হবয় লিন ।
রবি শশি বহ্নি   তহোতে উপজে
তাহাতে প্রলয় জান ।।
তাতে হৈতে প্রান   উপজে সবের
বহ্নিলে তাহাকে জায় ।
দশ বায়ু সবে   পঞ্চ মহাভুত
সহিতে সবের কায় ।।
যান সরোবর   জলের সংহার
সততে চারিও জায় ।
এক প**তার   জনতে থাকয়
জগতে দুর্লভ্য কায় ।।

দ····টি এক পদি   পহু গোবর্দ্ধের

ধনত অধিক বেগ।

সরোবর ছাড়ি   তবে না পালায়

কর্ম্মে তাক বান ধিলেক।।

৫৫ (ক) শেষ

৫৫ (খ)

তেহে সৃষ্টি করে   তেহে পালে হরে

তেহে শম্ভু বিষ্ণু বিধি।

আপনে জানিঞা   জগত সৃজি আ

ধন দি তেন বর বিধি।।

এক যুগে তেহে   পালি জগত

এক যুগে অবতার।

এক যুগে তেহে   জনপাই হরে

এক যুগে তুমি হরে।।

দেব বিশ্বরূপ   মোহে নিজরূপ

তাহাতে সুরের ধ্যান।

যথা মোহ চিত্তে   তাক চিন্তু চিত্তে

এহি তত্ত্ব এহি জ্ঞান।।

নিজ পদ ছাড়ি   আন পথে জায়

জেন বিমোহিত মন।

তত্ত্বা রূপ ছাড়ি   আন রূপ চিন্তু

মোহো হয়া সেহি জন্মে জন।।

অবতার রূপ   অসম্ভ স্বরূপ

তাক জে দেবত্ব নরে।

সেহি মূল ব্রত   সেহি রূপি জনে

সেহি ভবনদি তরে।।

পি পুএক ছাড়ি 　 বিবর দেখয়

জেন বতে সব র্ব চয়।

বুদ্ধ সেহি বতে 　 সংসার বুঝিতে

বিবিধ রূপ ধরয়।।

ধরব বুদ্ধের 　 দরশিয়ো রূপ

বংশ কুশ্চ আদি করি।

সকল সংসার 　 ত্রিজিন নির্বান

দশবিধ রূপ ধরি।।

বুদ্ধের নিরয় 　 দৃশ্টি ত্রিজিবাক

বুদ্ধের ঔষাতে শিখতি।

ত্রিতিয় নিজিত 　 জগত বিদিত

নাহি তুল্য ভুত পতি।।

৫৫ (খ) শেষ

৫৬ (ক)

জানিয়ো নৃপতি 　 এহি শিবর বানি

এহি নিত্য সত্য নুই।

সংসার সাগর 　 মনুষ্যের বলে

উপজয় বুদ্ধি দুই।।

ধর বুদ্ধি জার 　 যোর দুঃখ সার

যোর শিবর ধরু কায়।

সেহি বত জন 　 ধেশব ঘোর বন

তাকে তুল্য নয়া জায়।।

হরি সর্ব্ব বয় 　 অসার সংসার

কিছু নহে দুঃখ সার।

হেন জার বুদ্ধি 　 সততে শেরসা

ধরন নাহিকে তার।।

অসার সংসার জাত যেন সার

তাহাক মৃত্যু না পায়।

সত্য জ্ঞে বুদ্ধির নাহিকে মরন

সেহি হবে উদ্ধকায়।।

সমসদ ভাব ইহাকে বুঝিয়ে

ইহাক না জানে আনে।

অনন্ত মহন্ত অবক না বুঝে

আনছাড়ি আন মানে।।

অসাধু সাধুত জার সমবুদ্ধি

সে করে অমৃত পান।

নিন্দা বচনত নাহি অপমান

তাতেও সে ইন্দ্রের সমান।।

সকল প্রানিত জার সমবুদ্ধি

সবাকে আপন মানে।

তার অজ্ঞ নান একোএ না লাগে

তেহে সে উদ্ধক জানে।।

অ·····ষ্ট মহত স্বরূপ

তেজোময় নিরঞ্জন।

বিন্দুয় থাকয় কেহোন জানয়

দেখে তাক জ্ঞানি জন।।

৫৬ (ক) শেষ

৫৬ (খ)

আপনে আপনে বাপ মাব ছলি

আপনাক পুত্র মানে।

সকল জগতে আছে নাহি কিছু

সবাকে আপন জানে।।

বাপ বার ব্রু পুত্র ত্রিভুব নযয়
বুঝি কি জানহো কার।
কেহো নহে মোর বুঝি নহে কার
হেন বতি হোহে জার।।
আপনহি বুঝি আপনার বাপ
আপনে আপন বার।
আপনাত হন্তু উপজিলোঁ বুঝি
হেন হবে জার ভাব।।
আপনাত পরে মোহোঁ পরোজন
সকল আপন পরে।
অজার অবর হবে দেহি মর
আবার দেহি চিনয়।।
বড় হৈতে বড় ছোট হৈতে ছোট
সকল প্রানিতে থাকে।
সকল প্রানির তেহে বাপবার
সকল প্রানিক রাখে।।
তেহে নিরঞ্জন তেহে নৈরাকার
তেজে দেব মোগময়।
তেহে পর ব্রহ্ম যোগি ধ্যান করি
তাহাকে নিত্যে চিন্তয়।।
পম্পর্ক সহায় যোগে একিবক
জতেক পুরির তাক।
সকলে কহিলো জানিজিল্লো নিশ্চয়
হরিবল জা তী লোক।।

হরিক চিন্নিয়ো   বর্ম্মক তোড়িয়ো

••• পান আপনে।

রাজ সুখ ভোগ   সকলে তুচ্ছ জিয়ো

বিদু করিয়•••••।।

সপ্তাতন বিদুর সহিতে নৃপবর।
নানা বর্ম্ম কথা শুনিয়াছে নিরন্তর।।
যেন সবসুত তথা রজনি পোহাইল।
স্নান দান করি ••••••• নগ্নাইল।।
বর্ম্ম অর্থ স্তুত পাপ ভবের কথা জত।
সঞ্জয় কহিল ধৃতরাষ্ট্রেক আগত।।
কথা শুনি বাক অভিলাসে রাজাগন।
সভাত প্রবেশ আসি হৈল তড়িক্ষন।।
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতিয়ো স্নান দান করি।
তেহো গেল সে সভাত চলি পন ধরি।।
বিচিত্র সভাত স্থিয়া বিচিত্র আসনে।
ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখে বসিল রাজাগনে।।
ভীস্ম দ্রোণ কর্ন অসুংখাবা হৈল রায়।
বাহিক্ষ বিকর্ন সোমদত্ত মহাকায়।।
পণ্ডিত বিদুর চিত্রসেন মহারথ।
বীর বীর সুশিহ র যুযুৎসু মহারথ।।
সিংহাসনে বসিল সকলে নৃপচয়।
প্রবত কেশরী প্রায় শরীর জনয়।।
সবরে প্রচণ্ড সবে মহা মহাবীর।
সবহি পণ্ডিত সবাহারে বুধ ধি স্থির।।

দুর্য্যোধন আদ্য তার সহোদর শতচয়।
দুঃশাসন দুর্ম্মর্ষণ শকুনি দুর্জ্জয়।।
দুর্ম্মুখ দুঃসহ কর্ণ উলুক নৃপতি।
মহা ধনুর্দ্ধর মহাবীর বিবিংশতি।।
এ সব সহিতে দুর্য্যোধন কুরুরায়।
সভাত হি বসিল যেন ইন্দ্র পুরন্দর প্রায়।।
নৃপগন মধ্যে সভা শোভে অতিশয়।
সিংহচয় মধ্যে গিরি গুহা যেন হয়।।
নৃপগন সভাত বসিল সিংহাসনয়।
দুয়ারি কহিল তবে আসিল সঞ্জয়।।
রাজার আদেশ হৈল শীঘ্র করি আন।
দুয়ারি কহিল চলিবেন নৃপ স্থান।।

৫৭ (ক) শেষ
৫৭ (খ)

রথ হৈতে নামিয়া সঞ্জয় মহামতি।
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতিক করিল প্রনতি।।
কর জোড় করি রাজারে সবাহারে করি মান।
আনন্দে বসিয়া কথা কহে গুণবান।।
সঞ্জয় বলতি শুনিয়োক নৃপগনে।
পাণ্ডবক প্রতি বোলো রাজার বচনে।।
নৃপতির বচন কহিলো সমুদায়।
শুনিয়া পাণ্ডব হৈল আনন্দিত কায়।।
দ্বিজ আদি ব্রহ্মণ্য জত কুরু সমাজত।
পাণ্ডবে বন্দিল সবাহারে চরণত।।
সবারে বয়স জত আশিংষিল তাক।
কনিষ্ঠক পাণ্ডবে বুলিল প্রণাম।।

ধৃতরাষ্ট্র বলতি সঞ্জয় সনজাত।
কহ শক পাণ্ডবের কথা কেন মত।।
কি বচন বুলিল অর্জুন ধনুধরx ধনুর্দ্ধর ।
সবাকে শুনোক তুমি করিও সত্তরে।।

সঞ্জয় বলতি রায়　　শুনিয়োক মহাকায়
অর্জুনে বুলিল জে বচন।
জুঝিবার নহে ভয়　　জে বুলিল ধনঞ্জয়
দুর্যোধন শুনিয়ো আপন।।
যুধিষ্ঠীর নৃপতির　　সবাতে অধিক বীর
বাহু বলি সবারে কাহত।
বুলিলন্ত লোক চাহি　　সঞ্জয় কহিয়ো তুমি
কুরুবীরগণের সাক্ষত।।
দুষ্ট দুর্যোধন আদি　　সবাকে সাক্ষয় জনি
রাধার তনয় কর্ণ পাপ।
সে কারণে তুমি জানি　　কহিয়োক মোর বাণী
শুনি তার হৌক মরি দুঃখিতাপ।।
কান শংখ কুরুপতি　　মোক জুঝিবার প্রতি
মনতে করয় অভিলাষ।
তার আগে সবাজত　　নৃপতি গণ সহিত
মোর বাণী কহিয়ো নির্যাস।।
আমাক দ্রুপদ এক প্রতি　　যত জত নরপতি
আনি আছে রাজা দুর্যোধন।
তা সবার সন্নিধানে　　দুর্যোধন বিদ্যমানে
কহিয়োক সকলে বচন।।

জে হেন দেব নিকরে ইন্দ্র পুত্র বচন ধরে
সমরত জিনে দানবক।
পাণ্ডব পুত্র স্মুত্র পণে মোর বানী ধরে চেতে
রণে বধিবেক কৌরবক।।

৫৭ (খ) শেষ
৫৮ (ক)

আরো হেন বীর বানী বুলিব পাণ্ডব পানি
ক্রোধে রক্ত লোচন করিয়া।
দুষ্ট দুর্যোধন বীর যুধিষ্ঠীর নৃপতির
না দে রাজ্য কালক জানিঞা।।
তবে হেন জান মনে সকল কৌরব গনে
মোর পাপ করিয়াছে জান।
পাণ্ডব সমক যুদ্ধে তাহার পাইব যুদ্ধে
সবে মরি জাব যমস্থান।।
কৃষ্ণ ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রির দুই তনয়
ধনুর্দ্ধর সাতোক বিশ্যান।
ইন্দ্র সম যুধিষ্ঠীর শিখণ্ডি প্রচণ্ড বীর
[illegible] ধৃষ্ট দ্যুম্ন জেন যমকাল।।
এ বীরগন সহিতে জনি হেন মস্ত চিত্তে
দুর্যোধন করয় সমর।
তবে সত্য হেন জান করিলো তনু প্রধান
কার্য্য সিদ্ধি হৈব পাণ্ডবের।।
জদি হেন দুর্যোধনে রাজ্য না দে নিমাত্রনে
তবে জুদ্ধ করোক সবের।
আবাক সমর করি সবন্ধু বান্ধবে মরি
চলি জাব জমের নগর।।

হেন যুধিষ্ঠির বীর রায়   অতি সুকোমল কায়

বনে দুঃখ অনেক পাইল।

সমর করিতে জান   দুর্য্যোধন সেহি যান

সুখে থেত সভ্যাত সুতিল।।

দান যজ্ঞ তপ ধর্ম্ম   সুচি সব অর্থ সমে

পাণ্ডবে প্রবর্ত্তে সর্ব্বকাল।

তাত দুষ্ট দুর্য্যোধনে   সতত অন্যায় রনে

প্রবর্ত্তিয়া রাখায় দ্যকাল।।

দুর্য্যোধন যাত্রা করে   যুধিষ্ঠির সত্য ধরে

তাত দোষ ক্ষমে বারম্বার।

পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ বীর   ব্রত ধারী মহাবীর

তাকে কেশবে সংহার করয়।।

হে কানত ধর্ম্ম রায়   কেশব করি সহায়

জাকে দেখি তুষ্ট বড় বীর।

সে কানত দুর্য্যোধনে   তাপ করিবেক রনে

সমভূমি আলকার আপনেক নির।।

মু,প্য হে কানত জেনি   বনত জনয় বহিক

নহে মহাতম বনচয়।

কৌরবের সেনাগন   সেহি যত জানিবেন

যুধিষ্ঠির নহিব জেতয়।।

হে কানত সখা নরি   ভীম সেন কেশব করি

বধিবেক কৌরব সেনাক।

সাদি পড়ি অনুরথ   পঠাবেক যমপথ

যম জেন যাবয় প্রজাক।।

শিখিমর স গজচন্দ্র　　নলিন তাক নির্দ্দয়
কুম্ভ ভেদি গদার প্রহার।
সে কালত দুর্য্যোধনে　　আথাক শ্বশুরির মনে
ধুম্র ধক নিম দিব বারম্বারে।।
তাতে পুনু ভীমসেন　　বিপরিত রোষে মন
ঘোর রূপ ধরে সেবার।
ভয়ংকর রূপ দেখি　　বিষম রণ উপেখি
সেনাগনে সকলে পলাব।।
বীর রংগে দিব ধনু　　পবুর নকাত সিংহ
যেন তেন করয় প্রচার।
দেখি নম্র বৃকোদর　　করিব ঘোর সমর
তাপ হৈব কৌরব রাজার।।
বক্ষ ভেদে শিরিচয়　　বনক দহনে দহে
পত্রু ভেদেন পাশ কর।
কুঠারে কাটয় বন　　সিংহে মারে পশুগন
যেন হরে সংহার সকল।।
দেখি গদে ভীম সেন　　করে গদা ধরি রণ
সেনাক বধিব হথম্যায়।
প্রচণ্ড ভীমের গদা সমরসমশেলি　সমরক ভেদি তদা
দুর্য্যোধন হৈব অস্থির প্রায়।।
সে কালত ঘোর রণে　　নকুল কোপিত মনে
একেবারে মারি শত বান।
বিচিত্র সমর করি　　দহিল যত জলে পুরি
কৌরব সেনার হৈব প্রান।।

মহাবীর মহারথি মারিয়া অযুত পতি
করিবেক সমরত টান।
নকুলের দেখি রন দুষ্ট মতি দুর্যোধন
ত্রাস করিবেক হেন জান।।
সতেক তুরংগ যুত রথখান অদ্ভুত
অনুজ তাহার নাম খ্যাত।
সুবর্ণের তারাচন্দ্র স্থানে স্থানে বিরাজয়
সহদেব চড়িবেক তাত।।
সে রথে চড়িয়া রণে যে কালত কেশব মনে
সহদেব মারি বান গন।
দুপতি গনের শীর ছেদিবেক মহাবীর
দেখি ত্রাসিবেক দুর্যোধন।।
পান্ডবের সকল ভাই সমর জুরিক নাই
সে কালত করি ঘোর রণ।
শিশুবীর শিশুকায় যেমত অতি শিশু প্রায়
বধিবেক কুরুসেনা গন।।
সকল ভাই মহাশূর সমর জানে প্রচুর
মারিবেক হস্তী গজ রথ।
সে কালত দুর্যোধন ত্রাস করিবেক মনে
সমরক দিন দিব সতত।।

৫৮ (খ) শেষ
৫৯ (ক)

যে কালে সমরে যুতে দ্রৌপদীর সকল সুতে
পঞ্চ রথে চড়ি বেগি জাব।
বিচিত্র করি সমর মারি শর ঐমত সর
সেনাগন কাটিয়া দেখাবে।।

কুরি কুরি পক রথে   যায় জে দক্ষিণ পথে
করিবেক সমর দুর্ব্বার।
সে কালত দুর্য্যোধনে   তাপ করিবেক মনে
শকুনিক নিম দি যায় দ্বার।।
অভিমন্যু মহাবীর   কৃষ্ণের সমান বীর
জে কালে করিব ঘোর রণ।
মারিবেক সেনাচয়   দেখে জেন বহ্নিময়
বধিব সকলে নৃপগন।।
হৈন দু সহ মনুদ্ধির   সকুমার কলেবর
পরবীরে না সহে মন প্রাণ।
দেখি তার শক্তি রণে   দুষ্টমতি দুর্য্যোধনে
তাপ করিবেক বড় টান।।
সৌভদ্রক বীর বরে   বিবস্ত্র বিষিব বানে
সিংহ সম করিব গর্জ্জন।
সে কালত সেনাচয়   মারিবেক রথ হয়
সে কালে ভাবিব দুর্য্যোধন।।
জে শংখ উঠরে   বিষম ঘোর সমরে
সেনাক বধিব দ্রুত গতি।
দুয্যো কনবনু কায়   দুয্যো জনসব প্রায়
দেখি ভাবিবেক কুরু পতি।।
জে কালে শিখণ্ডি রণে   রথে চড়ি বেগমনে
[illegible]
শর বৃষ্টি করি দেখি তার।
করিয়া সমর ঘোর   ভীষ্মক বধিব তোর
কুরু সেনা সকলে পলাব।।

ভীষ্ম তার পুত্র বীর   সুবর্ণ্ণ বজ্র শরীর

তেজে জবে পড়িব রনত।

তবে দুর্য্যোধন শাপ   করিবেক ঘোর তাপ

মৃত্যু প্রায় সেনাগন হত।।

৫৯ (ক) শেষ

৫৯ (খ)

ধৃষ্টদ্যুম্ন যে কারত   জুঝিবেক অবিরত

দৃঢ় ক্রুদ্ধ মনে সংগে পরি।

সকলে সেনার পতি   শিংহ সম তার গতি

ভগীনির দুঃখক সুমরি।।

গুজা অশ্ব এ ত্রম্বুদেব   গুরু দ্রোণে জাক দিল

দ্রোণক বধিব তেবে রনে।

দেখি তার পরাক্রম   কুরুপতি নরাধম

মহাতাপ করিবেক মনে।।

মহাধনুর্দ্ধর সার   সাহিতে সমান তার

বৃষ্টিবীর মধ্যে সিংহ প্রায়।

তাহে মহাশত্রু হয়   বিবিধ অস্ত্র জানয়

দীর্ঘবাহু ধনধনু কায়।।

আমার কারণে জান   তেজিবার পারে প্রান

করিবেক সমর বিধান।

মারিবেক শত্রুচয়   যেহেন জেন দক্ষিণয়

বধিবেক যত সবিধান।।

সিংহের সম এক পাই   সাত্যকি সমাই

বলত যে সমুচয়।

তাক দেখি অবিরত   যদুকুল বীর যত

পলাবেক বুলিলো নিশ্চয়।।

হেন জে সাত্যকি বীর   জে কারত রন এক বীরে
করিবেক সেনার সংহার।

সে কারত দুর্যোধনে   তাপ করিবেক মনে
চিনিবেক দোষ আপনার।।

দেখিবেক জে কারত   কাঞ্চনে রচিত রথ
তাতে বেগবন্ত চারি হয়।

দেব বীর্য্য মহাবল   বিবিধ অস্ত্রে কুশল
তেজোময় হৈল যু জেন নয়।।

বানর ধ্বজ সঙ্গে ভুত   হরি জার হৈব সুত
সে রথত চড়িয়া আপনে।

পাণ্ডুর ধনুক ধরি   ধনুর্গুন সব্দ করি
দশোদিশ পুরিব তখনে।।

ভয়ংকর গুন শুনি   বজ্রপাত সম শুনি
পাণ্ডবের দেখিয়া প্রতাব।

বতি মোর বান বৃষ্টি   করিবে কত বধ সৃষ্টি
ঠাই ঠাই সেনা পলাইব।।

বরত্তর শর ধারে   এক সহস্র বারে
হেন বান মারিয়া বিপুল।

রথের ধ্বজ ভঙ্গ করি   ধনবান দুঃখ স্মরি
সকলের বিনো কুরুগন।।

বিপাট নারিক বান   ভুজংগ বহ্নি সমান
মোর ভুজ বেগে চলি জাব।

দ্রুক ধক নৃপতির   দেখিয়া শরীর পীর
রণ ভুমে চাকিয়া বেজার।।

সেনো মিলে দেখি দেখি   সেনাগন দেখি দেখি

কাটি কাটি বীর শিরচয়।

নানা দুঃখ স্মরি স্মরি   রথ বেগে ঘুরি ঘুরি

মহানাদে পূরিব হৃদয়।।

সকল কৌরব গন   নড়িয়া বিষম রন

মনে করিবেক উপবিশ।

শরীর কবচগন   ছিন্ন ভিন্ন সেনাগন

পলাইব ছাড়ি দশোদিশ।।

বড় বড় বীরগন   বধিয়া করিব ধন্ন

হয় গজ রথ পত্তিচয়।

ব্রহ্মার সৃজি সৃষ্টীর জান   ত্রিতাপের দৈবো প্রান

ভাবেক বা শেষত রহয়।।

শ্বেত বর্ন চারি হয়   দীব্য রথ মনোময়

তাত কপিধ্বজ ভয়ংকর।

অক্ষয় তোন দ্বিতিয়   ভরি দিব্য শরচয়

দিব্য ধনু গাণ্ডিব দুর্দ্ধর।।

শক্র জন্য দেবদত্ত   দুই শংখ সে রথত

তাতে বাসুদেব ধনঞ্জয়।

সবে দিব্য রূপে জলে   এক রথে সবে চলে

দেখি দুর্য্যোধন হৈব ভয়।।

পূর্ব্বত শংখার তীরে   স্নান করোঁ শংখা নীরে

ব্রাহ্মনক দেক সেকালে আসিব।

মোহর মনত নাহি   দেখি মোর মুখ চাহি

হরিষে দুন্নত বর দিব।।

দ্বিজ বোলে শুনঅ ভূপ   তোমার যে অতিশয়

কভু মনে হৈবেক সমর।

সে কারত দেব দুই   তোমার সহায় হুই

রণ করিবেক ভয়ংকর।।

রথ চড়ি কেশব হরি   বিশরিত বস্ত্র পরি

পুরন্দর জুঝিব আসত।

শাহত জুঝিব হরি   দিব্য চক্র করে ধরি

কেশব করি চড়িয়া রথত।।

দ্বিজের বচন শুনি   আপন মনত গুনি

বুঝি কৈলো সেহি দিব্য বর।

হরি হয় হরি দুই   যোদ্ধার সহায় হুই

করিবনু বিষম সমর।।

যদি দুষ্ট দুর্যোধনে   যেন বাদিবেক রণে

না জুঝিব হরি সমরত।

সে তার ছাওয়াল জান   কদাচিত নাহি আন

হরি বধিবেক ত্রিজগত।।

এতিনি ভুবনে জান   সুরাসুর নাগগন

হরির সদৃশ নাহি বীর।

চরাচর জতবান   হরি সে সবার প্রান

হরি বিনে না রহে শরীর।।

৬০ (ক) শেষ

৬০ (খ)

পর্ব্বত বারে দুষ্টি   তাত জায় হাত টুটী

পর্ব্বতের নহে কিছু হানি।

হরিক জুঝিব জাক   জগপুর জার তাক

শিরি প্রায় শিরর চক্রপানি।।

রবি শশি অনেক ভূপ   তিনিকো হাতে এরূপ
ভুজ ভুবে তরয় সাগর।
অদ্ভুত হরিতে পারে   তথাপি হরিত হারে
হরি জাতো ত্রিভুবন পর।।
একে রবে চক্রপাণি   সকল যোদ্ধাক জিনি
রুক্মিনিক বিবাহ করিল।
হরির সুন্দর কায়   বলি পুরপতি প্রায়
কামদেব জাত উপজেল।।
পাণ্ডীর নৃপতি জত   সবাকে জিনি রণত
পৌণ্ড্র নৃপতিক বধি হরি।
করিল বংশক নাশি   তার জত অনুপরি
সাজিলন্ত বারাণসি পুরী।।
একলব্য নৃপতির   হরি ফেলিলন্ত শীর
জম্ভক বধিল যদুপতি।
কংসক বধিয়া রণে   রাজ্য দিল উগ্রসেনে
কীর্ত্তিক স্থাপিল রঘুপতি।।
শাল্য নামে নরপতি   লোক সমরত স্থিতি
নগর সহিতে চলি জায়।
মহাবীর অনুস্বর   বাণ্রাবী গগনচর
তাক হরি বধিলা বিনায়।।
দ্রোণক করিয়া বিষম   জেন কালানল সম
কাম রূপে জাহার নগর।
কলকলনক সহসে রজি সহুবিধ জুদ্ধ ক করি
দেবগন সংগে বড়ি   বহুবিধ জুদ্ধ ক করি
জাতৎপ দৈব পুরন প্রত।।

পাছে কোপে ধনু ধরি   বিষম সমর করি
নরকের হরিলন্ত প্রাণ।
জ্ঞান সহস্রেক নারী   আনিল সবে কুমারি
অতি অনীতি করি .....।।
পাণ্ডবের মধ্যে দিয়া   সম্ভানুরক বলিয়া
ধন মান অনুরক নারি।
পারিজাত তরু হরি   ইন্দ্র প্রসবে দুন্দ্ব করি
আনিলন্ত দ্বারকা নগরি।।
হেন পরাক্রম জার   হরি ভুবনের সার
এক বীর দ্বিতীয় রহিত।
তাক দুষ্ট দুর্য্যোধন   যুদ্ধে বধিব কারণে
পাণ্ডবতি চাহন্ত জুঝিত।।
কৌরবের সেনাচয়   পত্তি রথ গজ হয়
একেশ্বরে পারে বধিবাক।
করে ধরি ধনুর্বাণ   মনে অনুমানি জান
বধিতে শকত হরি তাক।।

৬০ (খ) শেষ

৬১ (ক)

ত্রিজগত গুরু হরি   আপনে চাবুক ধরি
সখরে সারথি হৈল জার।
পাণ্ডবতি দুর্য্যোধনে   কেনে না চিন্তুয় মনে
কিমতে হরিব ভাগ তার।।
ভীষ্মক প্রনতি করি   গুরুর চরণ ধরি
করিয়া কৃষ্ণ ক নমস্কার।
দ্রোণের বল দিয়া পাবে   জুঝিবেহো পুনর্ব্ব কাবে
বাঞ্ছক থাকিতে আপনার।।

তাত বিপরিত হবে　　আমাক জিনে কৌরবে
তবে জানো অধর্ম্ম প্রবল।
আমার যেনয় ধর্ম্ম　　ধর্ম্মক জিনে অধর্ম্ম
ধর্ম্মজত সকলে বিফল।।
অধর্ম্ম ধর্ম্মত যদি　　অনুকুল হয় বিধি
তবে মোর যেন হয় চিতে।
হরিক সহায় করি　　পাণ্ডব ধনুক ধরি
কৌরবক পারিব বধিতে।।
যদি বিধি যথোচিতে　　প্রবর্ত্তয় জে সততে
তবে জয় আমারে নির্য্যাস।
কৌরবের পরাজয়　　যেহেতো যথোচিত হয়
কর্ম্মের নাহিকে তবে নাশ।।
সকল কৌরবে জান　　সবে না যোনয় টান
রাজ্য নাদি ভুঞ্জে দুর্য্যোধন।
তবে সবে কৌরবক　　পাঠাবো যমপুরক
শেষ না রখিবো একোজন।।
হেন জানি দুর্য্যোধন　　কর্ণবীর দুঃশাসন
শকুনি যুক্ত ছিদ্রো তোপজয়।
সবাকে বধিব রণে　　না বাধিব একোজনে
যমপুরে তোমার নিলয়।।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমু　　বহুশ্রুত গুনবন্ত
জোতিষ জানয় জত লোক।
গনি পড়ি স্থির করি　　সবে বোলে রংগ করি
কৌরবের দেহ মৃত্যু যোগ।।

কৌরব দলের শূর　　　　পাণ্ডবের মহা ভয়
　　শশ ছিড়ে ঘোরতর নিত্যে নিত্য।
আবাক হৃদয় জানি　　　　ঘোর বলে হৈল দুপ্তি
　　দেখি বাণী হৈল উপস্থিত।।
কর্ণ নৃপতির বলে　　　　কপুক বাহিয়া রণে
　　শত্রু মারি হৈলা হৈতে হরিষ।
ঘোর হেন বলে করি　　　　বিষম ঘোর সমরে
　　কপুক বধিব অহর্নিশ।।
আপনে পাণ্ডব ধনু　　　　হানি তবে পুনু পুনু
　　করে নাহি ধরিতে শক্তি।
সহস্র না করিতে তার　　　　পুন কর দুই বারম্বার
　　মহাভয় দেখে সবরত।।

৬৯(ক)শেষ

৬৯(খ)

আপনহি শরচয়　　　　কৌন হনু বাহিরায়
　　করে বেগ ছুটিতে সদায়।
জাব হনু বরণ ঘোর　　　　শব্দ করি মহাঘোর
　　বাজ বয় ভুজঙ্গ পরায়।।
ঘোর ধনি করে সদা　　　　কপিধ্বজ বোলে তদা
　　রথে ঘোক ছুটিয়া অর্জুন।
রক্তিম সুবর্ণপণ　　　　দেখো করে ঘোর রন
　　ঘোর ভুবন কম্প সপুন।।
অকস্মিতে হেন দেখি　　　　শুভ্রধারা রূপ গতি
　　রথের অদ্ভুত ঘোর জায়।
সব নৃপ সুগতি যত　　　　রথের ঘোর পাছত
　　ভুকি ভুরি ভূমে ভূপ পায়।।

ঘোর সমরত পশি　　　বিবিধ অস্ত্র ধরণি
কৌরবক বধিব রনত।
ত্রিদশ সমরত জেনি　　　তুচ্ছ ত পবনে বহ্নি
দহে তরুবনখন যত।।
তুমি কর্ণ অশ্বধর　　　পাশুপাত অস্ত্র ধর
তুণুনির অতি বড় টান।
বজ্র অস্ত্র ধরি করে　　　ছুদ্র করি একেশ্বরে
নিদ্রেখে সবাক লৈবো প্রাণ।।
সেবক সহায় করি　　　জিনিতে আক না পারি
যেন পাণ্ডবক দুর্যোধনে।
কর্ণ শকুনিত সহে　　　পাণমতি যথা ঘোরে
জিনিতে আবাক চাহে রনে।।
ভীষ্ম গুরু দ্রোণ দ্রোণি　　　রূপ জে বোলয় বানী
সে বচন করিবো নির্যাস।
বলি তা সভার মধে　　　শুনি হর্ষ গুরুজনে
পাণ্ডব চলোক স্বর্গবাস।।
তাক করিবাক ঘোর　　　মনে জানি সে বোলক
ভীষ্ম দ্রোণ আদি বীর গণে।
জে বুলিল সঞ্জয়　　　কহিল সবে সঞ্জয়
দ্বিজ কবিরাজ সদ ভনে।।

সঞ্জয় বানী শুনি ভীষ্ম পিতামহে।
দুর্যোধন মুখ চাহি দুষ্ট কথা কহে।।
ভীষ্ম বোলে শুন দুর্বুদ্ধি জেন কথা কৈল।
তুমার সহায়ক লাগি দেবগন দৈল।।

ইন্দ্র চন্দ্র বরুন কুবের দিনকর।
সিদ্ধ গন সাধ্যগন বহ্নি দশ ভবর।।
বায়ু দেব ঋষিগন দেব দৈত্যগুরু।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর অপেশ্বরা জত চারু।।
সবে মিয়া ব্রহ্মাত পনতি করিতয়।
আসনে বসিয়া দেবগন ঋষিচয়।।
ব্রহ্মার কাছত আসে দুই ঋষি আছে।
মহা তেজোময় দেখি বৃহস্পতি পুছে।।

৬১ (খ) শেষ

৬২ (ক)

বৃহস্পতি বোলে ব্রহ্মা কহিয়ো কতত।
কোন দুই ঋষি আছে তোমার কাছত।।
সবাতে তেজক চাকি জলে তেজচয়।
কিবা দেব ঋষি দুই কহিয়ো নিশ্চয়।।
গুরুর বচন শুনি সৃষ্টিকর হাসে।
পৃথিবী আকাশ জুড়ি এ দুই প্রকাশে।।
এহি নর নারায়ন আস্য নরলোকে।
মহা তেজোময় দুই চিত্তে চিনিয়োক।।
তেজবন্তু বলবন্তু পূর্ণ দেব দুই।
তিনিয়ো লোকক কুরে ঋষি রূপ ধৈর্য্যে দুই।।
এহি দেব দুই কর্ম্ম করিবেক জান।
সকল জগতে দেখিবেক বিদ্যমান।।
অসুরক বধি সুরলোকক রাখিবে।
প্রলয় ক্রমত কালত দেখে এহি দুইকে জাবে।।
আমি অনু নাহি এহি লোক দুই দেব সার।
এহি দুই ধরি আছে জগত সংসার।।

ব্রহ্মার বচন শুনি সুরগন সবে।
সুর পতি সেন সুইজো সথিপক রবে।।
স্তুতি করি বর মাগিলন্তু হরিহয়।
বধিবেক তুমি দুই ঘোর অসুরয়।।
দুই দেব বোলে সুরনন্দ্র মহাবল।
বধিব তোমার অরি অসুগনক সকল।।
দৈত্য জে দানব সব অসু বড় হীন।
সবাকে বধিবো সুরপতি হেন জান।।
নর নারায়ন দুই দেব মহাবলি।
হৈল দুই সহায় হয়া সুখো গেল চলি।।
নারায়ন রূপে দেব না রূপে রনত।
নরে বধিবেক সর অসু জত জত।।
উপজি দৈত্যের সুত অনেক প্রধান।
কালানক জব জেন কান্তি বড় ঠান।।
আন জত বধিতে না পারে সুরগন।
নর রূপি দেবতায় বধয় সঘরে।।
নর নারায়ন× নারায়ন দুই দেব সেবি সার।
হরিবার প্রতি ধরনীর মহাভার।।
যদুকুলে পাণ্ডু কুলে আছে অবতরি।
নররূপি অনন্ত জয় নারায়ণ হরি।।
নররূপি অনন্ত জয় বধি ভস্মাসুর।
সাগরের পার হৈল হিরন্যাক্ষ পুর।।
নিবাত কবচগন বধিবেক আজ্ঞে।
জাক বধিবার হরিহয় না পারয়।।

ইন্দ্র বশিষ্ঠ তপস্বি বসে পাণ্ডব সদনে।
ইন্দ্র প্রতি যুঝে দেবগণ জিনি রণে।।
দুর্জয় বিজয় নর নারায়ণ যুঝে।
দুহার চরিত্র গতি জগতে না বুঝে।।

৬২ (ক) শেষ

৬২(খ)

নর নারায়ণ দুই কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
অজাত অজেত হরি বিদ্য দরকায়।।
একে নারায়ণ দ্বিতা রূপে অবতার।
দুর্জনক বধি করে সজ্জন উদ্ধার।।
চক্র ধরি হরি ধনঞ্জয় রূপ ধরি।
একে রথে চড়ি যুঝে জয়ে কেশব করি।।
কুরি কুরি বধিবেক জত সেনা যানে।
সেকালে যারিব বুঝি মোহর বচনে।।
ধর্ম্ম বিবর্জিত বুদ্ধি তোর দুর্য্যোধন।
সকলে কৌরব করে তোহ্র তোহার বচন।।
কর্ণ দুঃশাসন সবে তোর জেন মতি।
তাক তার বুদ্ধি নাসে অন্ধ নরপতি।।
শকুনি জে কর্ণ তোর দুষ্ট দুর্য্যোধন।
সাপদণ্ড দুষ্ট কর্ণ সুতের নন্দন।।
দুষ্ট দুঃশাসন দুরাচার তোর ভাই।
তিনির বুদ্ধিত কুরুকুল ক্ষয় জাই।।
ভীষ্ম বানী শুনি কোপে বোলে কর্ণ রায়।
তোমার বচন পিতামহ বড় ভয়।।
লোক জে বচন তুমি বুলিবা দুর্ণাম।
সে বচন বোলে জার জীবনত কাম।।

নিজ ধর্ম্ম পালি যুধিষ্ঠির ধর্ম্মে থাকি।
ভুঞ্জিবার চাহে দুর্য্যোধন মান রাখি।।
কোন ধন দ্ব করে রাজা যোধ্যোর সম্বন্ধ।
তুমি কেমনে লোক নিন্দা করহ সততে।।
কুরু নৃপতির বুদ্ধি না চিন্তো অহিত।
সততে জানয় তেহে যোর জেন চিত্ত।।
ধৃত রাষ্ট্র নৃপতির কর্ম্মে দুষ্কাজ।।
জে লোক নিন্দেক দুই অংশ বংশ রাজ।।
ধর্ম্মবাদী মুনি বোলে ভীষ্ম পিতামহ।
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতি ধর্ম্মত বড় সহ ।
ধর্ম্মে পাণ্ডবক নিন্দা না করে বড় টান।
নহে পুনু তার এক কথার সমান ।।
দুষ্মতি কর্ণের সঙ্গ বাদী নষ্ট দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবক কদর্থ না বোলে সর্ব্বজন ।।
দেখি এক পাণ্ডবের বহু সবসর।
মনে চিন্তি চাহ দুর্ম্ম কথা পাণ্ডবের।।
জে কর্ণের বধ করি দুষ্ট দুর্য্যোধনে।
ধরিবার ইংসা মত সহোদর মনে ।।
দেব বীর্য্যে জাত পাণ্ডবের সম নাই।
তাক নিন্দা করে দুষ্ট কর্ণ সব পাই।।
একে একে পাণ্ডবে করিল জেন কাজ।
কোনে করিবার পারে তাক ধরারাজ।।
পিতা পুত্রে মানহ কর্ণেক করি টান।
নহে পাণ্ডবের এক কথার সমান।।

ধনঞ্জয় জে কানত দ্বরেস্যার দেবত।
বিকর্ণক আঃ বধিলেক কর্ণের আগত।।
সে কানত কর্ণে করিলন্তু কোন কর্ম্ম।
একেশ্বরে জিনিয়া দিলন্তু গোক ধর্ম্ম।।
যেকশ্বরে ধনঞ্জয় অশংকোচ মনে।
কুরুবীর অনেক জ সকলে জিনি রণে।।
মোহনাস্ত্র মারি বস্ত্র কাড়ি নিল তয়।
কহ কি কারন তাক রাধার তনয়।।
দ্রোন বলে জে কানত মন ধর্ব্বের রায়।
এরি দুর্য্যোধনক বান দি লয়া জায়।।
কহ কর্ণ সেখানে আছিল কোন স্থান।
এবে জে গর্জ্জয় তাকে বুঝত সমান।।
গন্ধর্ব্বক জিনি ধনঞ্জয় বৃকোদরে।
বান্ধ্য দেখি ক্ষত্র সবাকে [illegible]য়া দিল ঘরে।।
সে কানত দুর্য্যোধনে না জানে হৃদয়।
কিবা কর্ণ বড় কিবা বড় ধনঞ্জয়।।
দুর্বুদ্ধি দুর্য্যশ কৃপ রাধার তনয়।
পাণ্ডবক বোলে কদর্থনা বাক্যচয়।।
তাক শুনি দ্রোণে জে কর্ম্মত পহ করি।
মর্ম্মে পাণ্ডবক নাসে সবে বধুন [illegible]রি।।
অনন্তরে দ্রোণ বোলে শুন বৃদ্ধ রায়।
ভীষ্মের অনেক বাক্য কহিতে জুয়ায়।।
ধনঞ্জয় কহিব পাণ্ডবের বত বানী।
সকলে পুরুষ হয় তাকে আমি জানি।।

অর্জ্জুনে বুলিল রাজা এতেক বচন।
সবে সাকলিব তাক জানিচ আপন ।।
অর্জ্জুন সদৃশ বীর নাহি তত্তু স্হানে।
ত্রিভুবনে বীর নাহি অর্জ্জুন সমানে।।
ধৃতরাষ্ট্রে শুনি ভীষ্ম দ্রোণের বচন।
অনাদর চিত্তে আনন্দিতে করি মন।।
সঞ্জ জয়ক প্রতিযুধে পুছিবার লৈল।
বীর বীরগন জানি মৃত্যু প্রায় দৈল।।
ভীষ্ম দ্রোণ দুইরো বানী দুয়ো মুখে হিত।
তাক অন্ধ রাজা দৈল অনাদর চিত ।।
হেন জানি বীর বীর কুরুগণ যত।।
মনে মনে আথা তেজিলেক জীবনত।।
ধৃতরাষ্ট্রে বদতি [illegible] সঞ্জ জয় শুন সার।
কি বচন বুলিলন্ত ধর্ম্মের কুমার ।।
মোর সেনা দৈল একাদশ অক্ষৌহিনী।
তাক শুনি যুধিষ্ঠীর কি বোলয় বানী।।
যুঝিবার মনে রাজা কি বোলে বচন।।
ভ্রাতৃ পুত্র গণের যুঝিতে কেন মন ।।
কোন কোন বীরের যুঝিতে রহু চিত্ত।
কোন কোন বীরে তাক না দেয় যুঝিত।।

৬০ (ক) শেষ

৬০ (খ)

যোদ্ধার দুর্জ্জয় কথা কহে কোন বীর।
কোন উপজায় সাক্ষে ধর্ম্ম নৃপতির।।
কোন বানী বোলে ভীম সেন মহাবলে ।
সবাকে কহিয়ো তুমি শুনোক সকলে ।।

সঞ্জয় বদতি শুনিয়োক সাবধানে।
সংক্ষেপে কহিবোঁ কথা শুনিবোঁ জেমনে।।
জে বীরের জেন চিত্ত জার জেন মন।
জুধিষ্ঠীর নৃপতির শুন জে বচন।।
পাঞ্চাল পাণ্ডবগন যত যত বীর।
সবে মুখ চাহি আজ্ঞা বোলে নৃপতির।।
বোলে করজোড়ে রাজা পাকে জুধিরাজ।
বিবিধ প্রকারে বাড়ে কৌরব সমাজ।।
জুধিষ্ঠির সবাকে পালনু দয়া চিত্তে।
বসন ভূষণ দিয়া ভক্ষ ভোগ নিত্যে।।
পাঞ্চাল পাণ্ডবগণ রথিচয় যত।
আন নৃপে বাড়িয়া চলে রাজার আগত।।
উদয় আদিত্য জেন জ্যোতি আগামত।।
তাত জেন পুজা করে লোকে প্রভাতত।।
জুধিষ্ঠীর নৃপতির জান সেহি নয়।
সকল পাঞ্চাল সেনাপতে আশ্রয়।।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি।
জুধিষ্ঠীর সংঘে সবে আছে পিরিতি।।
যত্ন রাজোয়ার যত পক্ষি রাজোয়ার।
ধৃষ্টদ্যুম্নে ছিলেন্ত নিত্যে পাণ্ডবের ভার।।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রে শুন রণি মহা অদ্ভুত।
পাণ্ডবে ভূবন্ধ যোগ কাহার শকত।।
হাসিই ধৃষ্টদ্যুম্ন সহিতে পাঞ্চাল সেনাগন।
করযোড় বলবন্ত কহে সে বচন।।

বৈসাম্পয়ণ বদতি শুনিয়ো জন্মেজয়।
রাজার বচন শুনি বিশ্মিত সঞ্জয়।।
দীর্ঘ জে নিশ্বাস তেজিল বারস্বার।
উপজিল বনত বিবশ মূর্চ্ছা তার।।
অকারণে সঞ্জয়ক দেখি মোহমন।
পণ্ডিত বিদুর জানি বুলিল বচন।।
নৃপতি পুছিল পুনরপি সঞ্জয়ত।।
শুনি তার মূর্চ্ছাগত হইল কেমতে ।।
অকারণে সঞ্জয়ক মূর্চ্ছা দেখি কেক।
পুছিবার কথা না কহিল নৃপতিক।।
ইহার কারণ ধর্ম্ম কহিয়ো সবাকে।
এমন শুনে বোলে ধৃতরাষ্ট্র মহারাজে।।
ধৃতরাষ্ট্র বোলে দেখি পাণ্ডব কতয়।
সেনাগণ দেখি তার দুর্বার দুর্জ্জয় ।।
সঞ্জয়ের মূর্চ্ছাগমে ঠৈল দেখি তাই।
মোর বানী শুনি পুনু মূর্চ্ছিত পুনাই ।।

৬৩ (খ) শেষ)

৬৪ (ক)

এনেক অনুর নতি চেতন সঞ্জয়।
ধৃতরাষ্ট্র মুখ চাহি বচন বোলয়।।
পাণ্ডবের সেনা দেখি মরোঁ জেন তান।
জে তার সহায় তাক কহো বিদ্যমান ।।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব আপনে হয় শুর।
যুধিষ্ঠির নৃপতির ধর্ম্ম সে প্রচুর।।
পারি জন্ম করিতে পারয় ত্রিভুবন।
প্রবলতে ভূমিতে তাহার আছি অতি মন।।

বাহুবলে পৃথিবীতে সমান নাহি তার ।
পশুপতি সনে যুদ্ধ করিল অপার ।।
কবিত্ব মণ্ড কাপি তাকে জিনিলেক।
সে জীবের মন বুঝিবার অতিরেক।।
যতুগৃহ দাহতে যাতুক জন দুখ করি।
কন্দে বক্ষে পৃষ্ঠে চাপি তাহে তুলি ধরি।।
একাকী বহিলন্ত তত্র উড়ি যেন পক্ষি।
হিড়িম্বক বধিলেক সবাকারে রাখি।।
অদ্ভুত হইলেক দ্রৌপদিক বলে।
তাত রক্ষা করিলেক ভীমসেন মহাবলে।।
তার ভুজ অযুত হস্তির বল সার।
বহুক অধিক তার গদার প্রহার।।
দ্রোণ গদীর গুরুক পুরিতে মহাবলি।
একেশ্বরে গেল পল [illegible] বালনক চলি।।
দেশখন [illegible] রজিল পন অর্জুনর রবি প্রান।
হেন জীব তোমাক জুঝিতে অগ্রজান।।
বহিস্ক তুলিল তাকে যাগ [illegible] কনত।
হৈল [illegible] জিনিল তাকে ঘোর সমরত।।
কীরাত সুবুদ্ধি শংকরক তুষি রণে।
পাশুপত অস্ত্র তাকে দিলেক বনে।।
দশদিক পাল পাক জিনিল একেশ্বরে।
দেবতাক অতিএশ্বি তাকে কর্ম্ম করে।।
পৃথিবী জিনিতে পারে সবাতে বিদিত।
পৃথিবী জিনিতে পারে সবাতে বিদিত।
হেন ধনঞ্জয় চাহে তোমাক জুঝিত।।

পাণ্ডুর দিগত তাকো করিলেক বশ।
বিচিত্র সমর জানে পুন দ্বর রূপণ।।
ম্লেচ্ছগণ জিনিলেক পুত্র দুর্জয় দুর্দ্ধর্ষ।
তোমাক ভুঞ্জিতে যেন নকুলে বোলয়।।
অংগ বংগ আদি করি দেশ বহুতর।
তাকো জিনিলেক কশু বিষম সমরে।।
বিচিত্র বিবিধ অস্ত্র সকলে জানয়।
মহাঘোর সমরত তার নাহি ভয়।।
অশ্বত্থামা ধৃষ্টকেতু রুক্মিরথি পতি।
চারির সদৃশ বীর বীর মহামতি।।
দুর্দ্ধ দুর্বর সমরি দ্রোণক করি বিপরিত।
যেন সহদেব চাহে তোমাক ভুঞ্জিতে ভুঞ্জিত।।

৬৪ (ক) শেষ

৬৪ (খ)

কাশি নৃপতির সুতা অম্বা দ্রোণর বলে।
ভীষ্ম বধে তেহে তপ করিবনু বনে।।
উপজিল পাছে দ্রুপদের কন্যা দুই।
পুনু হৈল পুরুষ একত রূপ দুই।।
নারী পুরুষের গুণ দুয়োজনে সাব।
সমরে প্রচণ্ড ত বরতুর শর জার।।
নানা ক্ষুদ্র জানে সে শিখণ্ডি মহাকায়।
তেহে পাণ্ডবের হৈল সুহৃদ সহায়।।
সকল সেনার পতি ধনুর্দ্ধর বীর।
বহিশ্চ জনয় তার কঠিন শরীর।।
দ্রোণ বধে উপজিয়া আছে ধৃপিবীত।
সে হৈল সহায় পাণ্ডবের বিপরিত।।

শিশুপাল সুত ধৃষ্টকেতু মহাবীর।
দুর্জ্জয় দুর্দ্ধর ঘোর সমরে সুস্থির।।
এক অক্ষৌহিনী সেনা তাহার লগত।
তোমাক জুঝিব তেহে জানিয়ো রণত।।
ত্রিভুবন পতি দামোদর যদুরায়।
তেহে পাণ্ডবের হৈল সুহৃদ সহায়।।
সারথি সুরূপে তেহে জুঝিবেক রণে।
মনে চিন্তি চাহ তাক জুঝিবেক কোনে।।

৬৪ (খ) শেষ

৬৫ (ক)

চেদি নৃপতির দুই ভাই ধনুর্দ্ধর।
বলবন্ত সুকুমার সমরে প্রখর।।
পাণ্ডবের পক্ষে দুয়ো করিবেক রণ।
দুহার তোমক প্রতি বড় কোপ মন।।
জরাসন্ধ সুত সহদেব জয়সেন।
সমরে কুশল দুয়ো যমকালে জেন।।
পাণ্ডবের পক্ষে নিজ সেনাগণ ধরি।
তোমাক জুঝিব বিপরিত কোপ করি।।
পাণ্ডবের স্বসুর দ্রুপদ মহাকায়।
আপনে বলিষ্ট তেহে বলিষ্ট সহায়।।
তোমার সেনাক তেহে বধিবন্ত রণে।
দ্রৌপদির দুঃখ স্মরি অতি ক্রোধমনে।।
এসব কহিলোঁ আর অন্য নৃপগণ।
পাণ্ডবের পক্ষ হয়া করিবন্ত রণ।।
সবে বলবন্ত সবে বলিষ্ট দুর্জ্জয়।
পাণ্ডবের কাজে প্রান তেজিব নিশ্চয়।।

আপনে পাণ্ডব পঞ্চ পুরন দ্বর তুল।
বাসুদেব আদি করি সহায় বিপুল।।
তোমাক জুঝিব সবে এেমথ করি মনে।
সঞ্জয় কহিল কথা করিয়া জতনে।।
ধৃতরাষ্ট্র বদতি সঞ্জয় তজু বানী।
সকল সুরূপ হয় তাক আমি জানি।
দেখিলে পাণ্ডব বীর এক ভিতি জান।
ভীম একো ভিতি তথোঁ না হয় সমান।।
মহাবলি কুপিত ভীমক চিনু মনে।
চিত্তের না ঘুচে মোর ভয় সর্ব্বক্ষনে।।
হরিণের ভয় জেন ব্যাঘ্রক সততে।
ভীমক চিনিতে মোর ভয় সেহি মতে।।
চিনিয়া ভীমের বল পরাক্রম অতি।
তেজিয়া নিশ্বাস নিত্যে জাগোঁ সরোরাতি।।
সঞ্জয় সততে মুঞি চিন্তো মনে মন।
ভীমের সদৃশ নাহি দেখো একোজন।।
মোহোর সেনাত নাহি দেখোঁ মৈ একোবীর।
ভীমের সদৃশ হেন বলিষ্ট শরীর।।
ইন দুসম পরাক্রম লাগাজুত প্রান।
কহ কোন বীর মোর তাহার সমান।।
ক্ষমা বিরহিত দৃঢ় বীর ভাব জার।
রংগতো না ভাষে নাহি বদন বিকার।।
মহাভুজ মহাবল মহাপরাক্রম।
সততে কটাক্ষ দৃষ্টি জেন মহাযম।।

গদা ধরি কেশব করি রণে দেখি জাব।
যব হেন বানি সেনা সকল পলাব ।।
কেশব করি তাঁরে বিরিবেক বধবেশ।
সতেক পুত্রের মোর না রাখিব শেষ।।

৬৫ (ক) শেষ

৬৫ (খ)

বজ্র লোহ ময় গদা তাঁর অন্টধার ।
কাক সে ভুবণ বর দুর্য্যর প্রহার।।
সতেত দেবহো জেন ভীমে ধরি তাক।
মারিয়া কুবয় জেন মোহর সেনাক ।।
যথা বনবসু জেন প্রচণ্ড কেশরী ।
বনতে কুরঙ্গ জেন কোপে মৃগমারি।।
যোদ্ধার সেনার মধ্যে ভীম সেহিনয়।
তুমি মারিবেক মোর সেনাচয় ।।
কুমার কানত হানো পরাক্রম তার ।
সতেক পুত্র পুনক মোর মারে বারয়ার।।
নবঘন আংশে জেন প্রমত্ত বারণে।
সতেকক মর্দ্দ ভীমসেন সেহি রণে।।
ভীমের বনত তম্ব সতেক পুত্রের।
তাত মন্যু জেন মত্ত কুম্ভ পাণ্ডবের।।
হস্তী গজ সেনাপতি রথচয় জত।
ভীম মবে মোরে মারে সেনা সমস্ত।।
অর্থ হ্রদনে ভীম আজ দুষ্টের সকল।
বেগে বায়ু সম কেশবে জেন মহেশ্বর।।
হেন বৃকোদরক বধিব কোন মোর।
সতেত মনের চিন্তা না পলায় মোর।।

কুমার কালত মত তনয়ের প্রাণ।
ভীম ব্যতিরেকে প্রাণ হন্তা নাহি আন।।
মহাবলবন্ত বাক্যবক আছে বাহে।
কেমনে মনুষ্যে তাক বধিবার পারে।।
শিশুতে না ধরে ভীম মোহোর বচন।
আরো মহাক্লেশ তাক দিল দুর্য্যোধন।।
বনবাস দুঃখ স্মরি সদা ধরি করে।
কুরুকুল সবাকে বধিব বৃকোদর।।
মহাবলবন্ত বৃকোদর বীর গুরু।
গৌরবর্ণ উদ্ধত যে যেন শালতরু।।
অর্জ্জুনত করি উপ চত্রাদেশ প্রমান।
সহ জয় জানিবা মোর তয় তাতে টান।।
বেগে জায়া গজ বাজি করে বন্দি জায়।
আহারিয়া যারে তাক সদা মোর ভয়।।
সিংহল স্কন্ধ নয়ন দুই গদগদ সুর।
শিশু সময়ত দুখ দ্বিব বৃকোদর।।
মহাবল জন মহাবেগ উর্ম্মিতার।
ভীম সাগরত প্রাহ গদা অন্তেধার।।
তাক ধরিবার নারে মোর পুত্রগণে।।
দুর্য্যোদ নাহিকে তার রহিব কেমনে।।
বিমোহিত মন মোর পুত্র সকলের।
মধু খাএ দেখে খাএ না দেখে পাথর।।
রাজ্যনাত লোকে হিংসে পাপ ভবক পাপ।
আপনে মরিব মোক দিব মহাতাপ।।

মোর মুখে শতপুত্র বিধি বধিবার মনে।
ভীমরূপ মৃত্যুক সৃজিল সযতনে।।
গদার প্রহার তার রুদ্র ••••••••।
ক্ষিতিতে সহিব তাক মোর পুত্রচয়।।
যে কালত প্রচণ্ড প্রতাপ [illegible] ভীমসেনে।
করে ধরি গদা ঘুরাইব কোপমনে।।
কৌরবের সেনাক বধিব যমপ্রায়।
মোর পুত্রগন কেন মতে শংকা ত্রায়।।
যুগান্তকালের বহ্নিসম বৃকোদর।
মোহোর সেনাক তাক করিব সমর।।
রথির পদাতি সাদি হয় গজ রথ।
করিবেক সেনাক ব্যস্ত চতুষ্পথ।।
করে গদা ধরি ক্রোধে লাহি লাহি জাব।
প্রবীন কুরু ব কুম্ভ তাৎপিয়া জেনাব।।
রথি রথ সারথি মারিব ভীমে হাসি।
নদী তীরে তরু যেন পরিবেক খসি।।
মগধ দেশত জরাসন্ধ নরপতি।
তাকো জিনিলেক মহাবলা বসুমতি।।
আনিলেক পৃথিবীর যত সার ধন।
কাটিবার বন দি অর্ঘ করিলেক রাজাসন।।
কৃষ্ণে ব ভীমের বল করিয়া সঙ্গ ত্রাত।
না কাটীল বধু কুরু দুই কুলে তাত।।
সকল নৃপতি তাক না পারিল রণে।
তাক বলে বধিলেক বীর ভীমসেন।।

চিরকাল সখি ত বনের ক্লেশ যত।
ভীমে তেজিবেক ক্লেশ দোহোর পুত্রত।।
হৈন দুঃখ বস্ত্র ধরি জেন মারে দৈত্যচয়।
দোহোর পুত্রক ভীমে মারিব নিশ্চয়।।
ভীম দ্রোণ কৃপ মোর তিনি বীর টান।
পর বীরে নাশ হয় তিনির সন্ধান।।
তিনিরো সমান চিত্ত কুরু পাণ্ডবত।
দুঃখো নাহি শিষ্য মোর জয় কেন যত।।
অল্প পানিছি কিছু মোর তুচ্ছ জো তিনি বীর।
জুঝিবার লাগে জুঝিবেক হয়্যা স্থির।।
দয়া মনে তিনি বীর করিবেক রন।
মোর ভয় নাহি না বুঝিল দুর্য্যোধন।।
জাকে জাকে জুঝিবেক পাণ্ডবেক রণে।
তাকে তাকে প্রতি মোর লোক হয় মনে।।
করিয়া দর্পিত নাকি অন্তে ধরিবেক।
না পারিব পাণ্ডবক সরে ধরিবেক।।
বিদুরে বলিল পুর্ব্বে অনেক বচন।
সকলে বিনিল আমি মোর হেন মন।।
পাণ্ডবক জুঝি সবে ধরিবেক জানি।
ধরিতে না পারে বিধি বলি হেন মানি।।

৬৬ (ক) শেষ

৬৬ (খ)

জে কালে পাতিল পাশা বেলা দুর্য্যোধন।
সে কালে ধরিল জান সবে কুরুগণ।।
দুর্বুদ্ধি পাণ্ডব তার কেশব সহায়।
জয় মনে তাক জেমন কোনে জুঝিবার জায়।।

সুখ ভোগ তেজি ঋষি প্রায় গেল বন।
সুখ দুঃখ নাহি রয় তাহার জীবন।।
ঘোর পুত্র সুখ নারে বিমোহিত মন।
রাজ ভোগে পড়ি মরে বিমোহিত জন।।
কোন স্বহনে জাই কোন কর্ম্মক করিবো।
কেমন প্রকার সুখ সাগরে তরিবো।।
মরিব সতেক পুত্র কুরুগণ জত।
পক্ষিজৌ সঙ্গ দ্রুয় যুড্ডি লোক সাগরত।।
দুশ্বকাল প্রাপ্ত জেন চণ্ড হুতাসন।
দহে বনচয় বহু করে পশুগন।।
ঘোর পুত্র বন পশুগণ বীরচয়।
অজ্জুত পহিতে তীব দহিব তেনয়।।
তাহার না শুনি মিথ্যা বানী একোবার।
ধনঞ্জয় দুর্জ্জয় প্রক্ত রনত যোদ্ধা জার।।
জাহার সেনাত তীব্রসেন আগে জায়।
ত্রিভুবন পতি হৈল জাহার সহায় ।।
চিনিয়া না পাঞো । হেন জন বুঝি মনে।
সবুবত জুঝিবেক অর্জ্জুনক রনে ।।
দ্রোণ কর্ন সবুবে জুঝিব হেন জানো।
মহা ভূমন্ত্র দৈব তাতো জয় নাহি জা জানো।।
সততে প্রথাদি কর্ন নয়ানু হৃদয়।
দুন্দ্র গুরু তাত আরো সিখ্য ধনঞ্জয়।।
প্রহিন বলি ধনঞ্জয় অনুদ্দির।
দ্রোণ কর্ন দুজো নহে তার সমসর।।

দ্রোণ কর্ন অর্জ্জুনের ঘোর হৈব রন।
দ্রোন কর্ন করে কিবা *** বরন।।
তাত ধনঞ্জ ভ্র য় দেব বীর্য্যে উতপন্ন।
না বরিব তেহে বারিবেক দ্রোণকর্ন।।
নানা অস্ত্র জানে পাণ্ডবের পক্ষ তাই।
রতি আছে ধনু জনের ঠাই ঠাই।।
জাবে জয় নহে তবে না এড়িব রন।
কেন মতে তাক জিনিবেক দুর্য্যোধন।।
শ্বহাসে শ্বহাসে অর্জ্জুনের পুনির্ঘোঁ বিজয়।
একো শ্বহাসে তৎণ জানো ধনঞ্জ জয়।।
আরো হরি সারথি হৈবেক রণে জার।
কেন মতে জয় হৈব সমরে আমার।।
একে রথে দুই বীর কৃষ্ণ ধনঞ্জ জয়।
তাহাতে পাণ্ডির ধনু বহাতেজোময়।।
তিনির তেজক পারে কেমত সহিতে।
একে একে পারে ত্রিভুবনক দহিতে।।

৬৬ (খ) শেষ

৬৭ (ক)

রথ রথি সারথি পাণ্ডির ধনু তেজ।
ঘোর সন্দ্য কেহো তার সম নহে এন।।
দুষ্ট দুর্য্যোধন বাণ না চিনুয় মনে।
একে একে দুর্জ্জয় তিনি জিনে কোনে।।
বরিশ বচ্ছে বারিলে নযুজে হয় নাশ।
অর্জ্জুন বারিতে হয় তেনয় বিনাশ।।
ভুম্রত দেখয় রূপ অর্জ্জুনের ঠান।
শরীরত হয়ু জেন বাজ হয় বাম।।

করে ধনু ধরি চড়ি রথে ধনঞ্জয়।
মোহোর সেনাক বধিবেক যমপ্রায়।।
বন দহে বহ্নি জেন দশোদিশ ধায়।
পিতপরে কীরিটী বধিব দেখিপ্রায়।।
জেন হরি যথক প্রজিন প্রানি হর।
অর্জ্জুন অনুক জেন মোহোর ক্ষ সম্যের।।
কুরুগন্য গণের প্রবত নিত্যে নিত।
বিষম দুর্ব্বোর দুঃখ দৈল উপস্থিত।।
জেন মহাবীর পক্ষ পাণ্ডু কুমার।
সেনাপতিগন দেখিযত জান তার।।
আপনে জানহ সাত্যকির জেন বল।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর জেন সমরে কুশল।।
ধর্ম্মের ক্ষেপত পক্ষ পাণ্ডবের বলে।
মহাভয়ে কম্প মোর শরীর সকলে।।
সর্ব্বগুণ যুত যুধিষ্ঠীর বহিস্পর।
সতেক পুত্রের জানো মোর ভেদে মন।।
দুর্দ্ধরিষ পাণ্ডবক জুঝো দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবক না জুঝোক মোর হেন মন।।
জুঝিতে হইব সবে জগতের নাশ।
অর্জুন দেখ হবয় মোর সতপুত্র স্থাব।।
বিনা যুদ্ধ দেখ জিত জনি পাণ্ডবের হয়।
না জুঝিয়া প্রিয়ো কর মোর বলে ধয়।।
যুধিষ্ঠীর ক্লেশ লভিয়াছে বহুতর।
দেখি ক্ষমিবেক দোষ মোহোর ক্ষ পুত্রের।।

সঞ্জয় কয় বলতি ধৃতরাষ্ট্র মহাশয়।
আপনে করিলা তুমি পুর্ব্বতে অনয়।।
পাণ্ডবের তেজবল জানিয়া সমস্ত।
না বধিলা তুমি দুর্য্যোধনক পুর্ব্বত।।
পুত্র স্নেহে পাসরিলি পাণ্ডবক দুঃখ দিলা পলে।
দুঃখ সমস্ত এবে তাপ কর কেনে।।
পিতৃ দুয়ো পুত্রকে পালিতে হয় যোগ।
তাক না করিয়া এবে কেনে কর শোক।।
দ্যুতকালে বুঝিলাহা লোকত বচনে।
কে জিনীল কে জিনিব পাণ্ডবের রন।।
তোমার চিত্তক মাত্র লোকে জানিলেক মনে।
হৃদয়ে কপট দয়া কহয় বচনে।।

৬৭ (ক) শেষ

৬৭ (খ)

সভার মধ্যত পাণ্ডবক দুঃশাসনে।
নির্দ্দয়া বানী বুলিলেক কোপমন।।
কর্ণ দুর্য্যোধন যত বুলিলেক বানী।
তাক না বাধিলা তুমি পুর্ব্বাপর জানি।।
বাহু বলে পাণ্ডব জিনিব বসুন্ধরি।
তোমাক দিলেক হস্ত পাশা খেলি হারি।।
সত্যপালি বন গেল পাণ্ডু পুত্রগণে।
তথাপি না দয়া হৈল তত্তু মনে।।
সাগর শুষিতে পারে অর্জ্জুনের শরে।
ইতো কুরুসেনা তাক জুঝিবার পারে।।
গিরিক ভেদিতে পারে যত শিলাচয়।
মনুষ্যের ভুজ পুনু অস্থি চর্ম্ম ময়।।

নরনীত ধনুর্দ্ধর জতেক আছয়।
সবাতে অধিক ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়।।
~~পৃথিবীতে [illegible] আছে [illegible]~~ xxx
পৃথিবীতে ধনু যত আছে গনিবার।
সবাতে অধিক ধনু গাণ্ডিব তাহার।।
ত্রিভুবন মধ্যে যত চরাচর দেখি।
সবাতে অধিক কপি ধাধক লেখি।।
মহত্ত্বার চঞ্চার করে করে বাস।
অনেকে কহিতে পারে চরাচর নাম।।
যুদ্ধ মধ্যে কপি যুদ্ধ বড় ধুনি যানি।
তার ধুনি শুনিতে অপুর তেজ হানি।।
বহিস্পন্দ রথ তাত শ্বেত চারি হয়।।
জাক দেখি অপুসেন সবলে কাপয়।।
যুদ্ধ ধনু রথ ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়।
সহস্রার চক্র বাসুদেব তেজোময়।।
হড় আর তিত্তি তারে দৈব বসুমতী।
তাক জিনিবার ত্রিভুবনেত্তো না পারি।।
তীর ধনঞ্জয় দুই যোদ্ধা দৈব জা র।
সনাপরা বসুমতি জানিবা তাহার।।
অতেক তনয় তত্ত্বমনে দেনাছিত।
তীরশেষে বধিবেক জানিত্ত্বো নিত।।
মোর বিদুরের বানী না শুনিলা আগে।
এবে কি কারনে শোক কর মহাতাপে।।
জদি শান্তবক তনু আছয় বনত।
অবশ্য নিশ্চয় দুর্য্যোধনক সম্মত।।

দুর্য্যোধন বলতি শুনিয়ো মহারাজ।
তত্র শোক তোমার না হয় ভাল কাজ।।
সুহৃদগণে পাণ্ডবক জুঝিতে সকত।
তাত তুমি দুঃখ কেনে করহ সতত।।
জে কালে পাণ্ডব পাশা হারি বন জায়।
তাক শুনি সমস্যে আসিল যদুরায়।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন আর ধৃষ্টকেতু কেকয় সকল।
আনো নৃপগন যত যত মহাবল।।

৬৭ (খ) শেষ

৬৮ (ক)

ইন্দ্র প্রস্থ নগরের সমীপত বনে।
সব পাণ্ডবের কাছে রহি কোপ মনে।।
হরি সনে নৃপগণ আলোচিল কাজ।
কৌরবক মারি দিবো পাণ্ডবক রাজ।।
পুত্র বন্ধু বান্ধব সহিতে যদুরায়।
তোমাক নাশিতে চাহিবেক সমুপায়।।
ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ কৃপ নৃপগণ সমে।
সকলকে সংহার করিব ঘোর রণে।।
বিদুরক তেজিয়া কৌরবগণ জত।
সবাকে বধিব হেন কৃষ্ণের মনত।।
কৌরব গনক মারি একছত্র করি।
পাণ্ডবক দিবো সসাগরা বসুন্ধরি।।
সেহিকাল হন্তে কেশবের কোপ চান।
আজিও সে বাক্য জ্ঞান করিছি প্রমান।।
পলাইবো কিবা স্তুতি করিবো চরণে।
কিবা যুদ্ধ করি প্রান তেজিবাহো রণে।।

যিএ বন্ধু বান্ধব নৃপতিগন জত।
জানিয়ো সকলে তারা মোত বিরকত।।
সবারে সনত কোপ উপজাসো আসে।
মোর জয় না হইব মনে হেন লাগে।।
তথাপি কপুক না তজিবোঁ কদাচন।
ভুঞ্জিয়া বাজিবো হেন করি আর্বো যম।।
কপুক তজিলে নতি দিঃক হার বিস্তর।
ভুঞ্জিয়া যজিলে থাকি দুর্দ্দৈর উপর।।
কেবল পিতৃক প্রতি সোক করো টান।
বিনিস তাহার ক্লেশ মোহোর নিদান।।
দুর্য্যোধন দুঃখ দিল হৃদ দ্বয়র সন্দেতন।
এহিমত আর পাণ্ডব কহি টৈল কুল * * * *।।
পুএ পাএ সবে ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
নানা দুঃখ দিয়া দ্রুত আমাক বিপতি।।
হেন মনে মানি সবে পাণ্ডু পুএ গণে।
সচেক ভ্রাতৃক বধিবেক মোর * * * * *।।
মোর মন সোক সেকানত হেন জানি।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ জুলিলেক আনী।।
সোক সম্বরিয়া পরিহর দুর্য্যোধন মহারাজ।
শোক বলি পাণ্ডব তথাপি নাহি ভয়।।
একেকে জিনিতে পারোঁ পাণ্ডব সেনাক।
পাণ্ডব সকল মে নহে সকত আমাক।।
আইলোক পাণ্ডব সবে মর্দ্দ করোঁ হত।
সামাইত সর বাকি মোর সমরত।।

ভীষ্ম বলিলন্ত আরো অদ্ভুত বানী।
সুন দুর্য্যোধন মোর পুর্ব্বের কাহিনী।।
পুর্ব্বে মোর পিতৃ থাকি সেকালত পরে।
সকল রাজাক জিনিলন্তোঁ একেশ্বরে
সকে মরো হেন ভয় রনে ভংগ দিয়া।
কতেক রাখিল প্রান শরণ পশিয়া।।
পৃথিবী জিনিতে যুদ্ধি পারোঁ একেশ্বরে।
কেনে দুর্য্যোধন তোর পাণ্ডবক ডরে।।
হেন সব জিণ ক্ষয় করিয়া বীরগনে।
পুর্ব্বে বুলিলেক মোক সকলে আপনে।।
আমি সবে সরক বধিবো রণ করি।
সুখে থাক দুর্য্যোধন ভয় পরিহরি।।
পু র্ব্বে পাণ্ডবের রাজ্য জানয় জগতে।
এবে মোত আছে তাকো পায় কেন মতে।।
হীনবল পাণ্ডব সহায় নাহি তান।
তেতে কেন মতে রাজ্য লইব আমার।।
সুখ দুঃখে পাণ্ডবক সব করি চুর্ণো।
উপায় তুবন দুব সাবরাজ্য কাড়ি লৈলো।।
জলে বা আনলে দৈবে দৈন্যদের যাক।
সেহি তার না পাইব পুনু রাজ।।
মিছা তাপ তোমাক করিতে নৃপগনে।
উন্মুক্ত পাগল বুলি গালে সবে মনে।।
ভয় পরিহরি পিতৃ স্থির কর চিত্ত।
মোর এক বীরে পারে পরাক জিনিত।।

অসংখ্য যোদ্ধার সেনা জানিয়ো নিশ্চয়।
ইন্দ্র চন্দ্র তাহাক জিনিতে না পারয়।।
মোর সেনা দেখি যুধিষ্ঠীর ভয় মনে।
পূর্ব্বে পক্ষ ত্রাণ হেতে মাগিল আপনে।।
মোর প্রতাপক না জানিয়া মহারায়।
ভীমসেন বড় করি মানয় সদায়।।
গদা যুদ্ধে যোদ্ধার সমান নাহি আন।
ভীম নহে মোর এক কলার সমান।।
সকল বিদ্যাম পারগতাতি মন জানে।
কারণস্থে দুঃখ সহিবাহো পার টান।।
সে কারণে যোদ্ধার কাহাকো নাহি ভয়।
বৃদ্ধ ভীমসেন কিবা করিতে পারয়।।
রণে যদি ভীমে মোক গদা যুদ্ধ করে।
জান মহারাজ মোর নাহি তাত পরে।।
চিরকাল চিন্তিয়া যোদ্ধার দৈব সিদ্ধি।
ভীমের মরণ যুদ্ধে দিবাইব বিধি।।
যদি হিব গিরি মোর মোর গদা বাড়ি পায়।
খণ্ড খণ্ড হয়া পড়িবেক তার কায়।।
একে প্রহারতে ভীমে তেজিব পরান।
মহাবাতে কদলি তাৎসে যেন ঠান।।

৬৮ (খ) শেষ

৬৯ (ক)

যুক্তি তবে ভীমক বধিবো মোর রণে।
. . . . মহারথিগণে।।
ভীম বলএ দ্রুত জদি পড়িব রণত।
কহিয়োক পাণ্ডবের জয় কেন মত।।

ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা ভগদত্ত।
কর্ন ভুরিশ্রবা শৈল্য রাজা জয়দ্রথ।।
একে একে এহি সবে অসংখ্যেয় বলে।
পাণ্ডবক বধিবার পারে ঘোর রণে।।
ভীষ্ম পিতামহ বলি গঙ্গার তনয়।
স্বচ্ছন্দ মরন যার দেবে কয়ে জয়।।
অবধ্য দুর্জ্জয় ব্রহ্মা বিধি সুরাসুর।।
না পারে প্রচণ্ড ভুজ যেন দণ্ডধর।। [illegible]
ভরদ্বাজ সুত দ্রোণ কুম্ভে জার জাত।
বশিষ্ঠে কুলজ সুধি সকল বিদ্যাত।।
বয়সত বৃদ্ধ রণে তরুণের গতি।
পৃথিবীত খ্যাত প্রসংশায় গুরু পতি।।
দ্রোণের তনয় অশ্বত্থামা ধনুর্দ্ধর।
বিবিধ অস্ত্রেক জানে রণে পটুতর।।
সিংহসম গতিমতি কুশল বিদ্যাত।
অর্জ্জুনের সমসর পৃথিবীত খ্যাত।।
গৌতম ঋষির সুত কৃপ মহাশয়।
বীরের বিখ্যাত জাকে চৈমনু দুর্জ্জয়।।
চীরঞ্জীব সমরে প্রচণ্ড মহাবীর।
জগতে বিদিত কৃপ অবধ্য শরীর।।
দ্রোণ অশ্বত্থামা ভীষ্ম কৃপ মহাবীর।
প্রচণ্ড প্রতাপ রণে অজয় শরীর।।
ইন মুকো তংশীইতে পারে এহি চারিজনে।
অর্জ্জুন সকত নহে চাহিবার রণে।।

দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপ ভীষ্ম কৃপ চারি বীর।
চারিয়ো সমান কর্ণ বলিষ্ট শরীর।।
কবচ কুণ্ডল তার সহজে সম্প্রতি।
ইন্দ্র মাগি নিল দিল অমোঘ শকতি।।
অমোঘ শকতি একপুরু নিবর্হিনি।
কর্ণের চৌন তথা কে ক্ষমিয়ে জানিবা আপুনি।।
সে কারণে কর্ণের কাহাকো নাহি আসে প্রাণ।
কর্ণ জুঝিলে হৈব অর্জ্জুনের নাশ।।
ভীষ্ম প্রতিমুখ মোর মহাবীর চয়।
সুরাসুর নরে জার নামে করে ভয়।।
মোর পক্ষে সে সবে করিব মোর রণ।
হাতেতে আছয় মোর জয় নাহি আন।।
যদি পিতামহ রণ করে দেখ চিত্তে।
অর্জ্জুনেক জনা পারে তিনেকে মারিতে।।
তাহার সদৃশ অন্যবীরগণ যত।
নারায়ণ গণ অতি দুর্যাধ্য রণত।।

৬১ (ক) শেষ

৬১ (খ)

অর্জ্জুনে মারয় কিবা অর্জ্জুনক মারি।
জার বীর বিস্তার তাহাকে বধ করি।।
শিশু বুলি বীরগণ মানে অর্জ্জুনক।
মোর জয় নিশ্চে তুমি তেজিয়ো ভয়ক।।
ধৃষ্ট দ্যুম্ন সাত্যকি পাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
পরবীর মধ্যে সাত বীর বড় পাই।।
সেহি সাত বীর তার বলিষ্ঠ প্রচুর।
মারবক করি এহি সাতক কয়য়।।

ভীষ্ম দ্রোণ দ্রোণি কৃপ কর্ণ সোমদত্ত।
বাহ্লিক নৃপতি জয়দ্রথ ভগিরথ।।
অশ্রুতায়ু শতায়ু দুর্জয় দৈত্যরায়।
দুঃশাসন দুর্ম্মুখ দুঃসহ মহাকায়।।
চিত্রসেন বিকর্ণ শ্রুতায়ু বিবিংশতি।
রাজা পুরোজিত ভূরিশ্রবা নরপতি।।
একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা মোর সাথ।
পাণ্ডব করি সেনা দ্বিগুণ আমার।।
পূর্ব্বে বৃহস্পতি হেন বুলিল বচন।
হীনবল কপুক প্রবল দেব করি রণ।।
তিনি গুণ হেন পাণ্ডবের সেনাবল।
কেনে না যুঝিয়া দিব অবনী সকল।।
হীনবল জান পাণ্ডবের সেনাচয়।
ত্রিগুণ প্রবল মোর সেনা অতিশয়।।
পাণ্ডবক যুঝিতে সবত যুঝি রণে।
হেন জানি পিতৃ দুঃখ তেজিয়োক মনে।।
এহি বুলি অন্ধ নৃপতিক দুর্য্যোধনে।
সঞ্জয়ক চাহি হেন বুলিল বচনে।।
সাত অক্ষৌহিণী সেনা পতি ধর্ম্মরায়।
শুনব নমোক কয় কহ মহাশয়।।
সঞ্জয় বদতি কুরুপতি দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবের কথা শুন স্থির করি মন।।
পঞ্চ পাণ্ডবের অতি যুঝিবার চিত্ত।
প্রতি জন সুর সবে নাহি ভয় ভীত।।

দেখিলো তথাত্র ধনঞ্জয় মহাযশি।
দীব্যরথ জুড়ি দশোদিশক প্রকাশি।।
কবচ পিন্দিয়া রথেপে বোলে বোলো চাহি।
কপু জিত রূপ মোর দেখিয়ো আতাই।।
দুর্য্যোধন বোলে শুন ধনঞ্জয় পণ্ডিত।
অক্জিত পাণ্ডব না হয় প্রসংশিত।।
কহ রথ অর্জুনের কোন ঠান হয়।
কেন ঠান যুদ্ধ কত মান প্রকাশয়।।
ধনঞ্জয় বদতি শুন দুর্য্যোধন রায়।
............কপট দ্যুত কায়।।
কহো অর্জুনের রথ যুদ্ধ জেন নয়।
জেন রূপ তার জেন মত প্রকাশয়।।

৬৯ (খ) শেষ

৭০ (ক)

বীর রত্ন বিচিত্র বিচিত্র রূপ জালে।
রথখান ...... দুজিল তপবলে।।
তাত নিজ রূপ দিল খাবুতি আপনে।
ভীমের কারণে অতিশয় তুষ্ট মনে।।
দাবুময় কপি যুক্ত বিপরিত কায়।
কপু ভয়ংকর নাদ সঘনে তেজয়।।
বরদান অবরি তাত থাকে হনুমান।
দিব্য ধনুশরে শখ্য ধনুর সমান।।
দীর্ঘরথে দিব্য ~~কলক কাজি~~ কপি যুক্ত প্রকাশয়।
অগ্নিদত্ত রথ তাত শ্বেত চারি হয়।।
সতেক থাকিলে তার তবে মন পুরে।
সখু হয় সঘরে পবন জেন ফুরে।।

অর্জ্জুনের রথ ধ্বজ জেন চান জলে।
জেন ধুপ পড়ি তাক করিলো সকলে।।
ধ্বপতির চারি হয় শ্বেত রঙ্গ কায়।
সকে কলধনু সঙ্গ বেগে বায়ু প্রায়।।
ভীমের রথের সুবর্ণ চারি হয়।
হ্রিষ্ট পুষ্ট বলিষ্ট সকলে তেজোময়।।
পবন সমান গতি অতি দৃঢ় প্রাণ।
তেজে বলে পরাক্রম অতি বড় টান।।
নকুলের রথে হৈন সুসত জাতি হয়।
তিত্তির পক্ষির বর্ণ দৃষ্টেত শোভয়।।
সুর্য্যের রথের সবাপর চারি হয়।
মহাবলবলু সহদেব অতিশয়।।
কিছু কিছু করি সবাহারে হয় গতি।
সকলে কহিতে পারে কাহার সকতি।।
সবল নির্দ্ধন জানি করিল্যোক রণ।
তনে কবিরাজ বন্দি রাজের চরণ।।
ধৃতরাষ্ট্র বদতি সঞ্জয় মহাশয়।
মূঢ় পুত্রগনে মোর কিছু না বুঝয়।।
রাজ্য লোভে না জানয় মরিবার স্থান।
মরিব সকলে পুত্র মোর হেন জ্ঞান।।
মহাবলি ভীমসেন করিবেক রণ।।
কালে উদ্ধর্ণিয়া দিল তারে সেনাপন।
মোর পক্ষে যত নৃপগন সেনাচয়।।
গাণ্ডিব ধনুর বাণে মরিব নিশ্চয়।।

পাণ্ডব সহিতে হৈব জাহার সমর।
সে সকল সেন জান যমের নগর।।
অতি রথি শূর কীর্ত্তিবন্ত বীরচন্দ্র।
বহ্নি রবি সমান সমরে তেজোময়।।

১০ (ক) শেষ

১০ (খ)

আপনেক হয় তাত নীতি জুধিষ্ঠীর।
রক্ষক জাহার বাসুদেব মহাবীর।।
জোন্‌ বা জার ভীম ধনঞ্জ জয় দুই ভাই।
সে সেনাক দুইজনে জুঝিবার জাই।
অবঞ্চ নকুল সহদেব দুই ভাই।
বিবিধ সংগ্রাম জানে কেহো সম নাই।।
সাত্যকি দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তমোজা।
অভিমন্যু শিখণ্ডি বিরাট মহারাজা।।
চেদিগন পাঞ্চাল বৃঞ্চ অন্ধ্রগণ যত।
এ সবাক গনি বীর রনত মহব।।
সবে বীর গন যত কেশরী সমায়।
জার আগ পুরন্দর হরিতে ভরায়।।
পাণ্ডবের বীরগন সমর প্রবীণ।
আহ্মাক জুঝিব শুনি বাদ্রে লাগে ত্রাস।।
সেবত অধিক বাদে কর্ম্ম করিবাক।
শুক দুর্য্যোধনে মোর না বুঝয় তাক।।
পিতৃবাক্য শুনি বোলো দুর্য্যোধন রায়।
তুমি দ্বিজবর তত্ত্ব জুগুত সদায়।
কী বীর শরীর তুমি যুদ্ধ বিত নিপুন।
তোমার কিশক হৈল চপলতা গুন।।

তুল্যবল পাণ্ডব কৌরব যত বীর।
দুজো ভূমিচর দুজো মনুষ্য শরীর।।
দুজো বীরগন জানে বিবিধ সমর।
তুমি কেনে কহ ধ্রুব জয় পাণ্ডবের।।
ভীষ্ম দ্রোণ দ্রৌণি কৃপ কর্ণ শল্য বীর।
পারে একেবারে জুঝি জিনে সুরবীর।।
আর বীরগন মোর আছেক সকল।
মহিতলে আছে কি এ শক্ত সমবল।।
সুরপতি সুরগন যদি সংগে ধরি।
মোহোর সেনাক যুদ্ধ দেব করে কোপ করি।।
তাক জিনিবার পারে মোর সেনাগন।
তুমি পাণ্ডবক ভয় কর কি কারণ।।
দুর্য্যোধন বানী শুনি ধৃতরাষ্ট্র রায়।
সঞ্জয়ক চাহি বোলে কোপ যুত কায়।।
শুনিজো সঞ্জয় মোর পুত্রের বচন।
কি বোল উন্মত্ত ক্রুর পুত্র দুর্য্যোধন।।
মহাবলবন্ত ভীম সমরে নিপুন।
উত্তম সেনাত জার সম নাহি পুন।।
বল জানি তাহার জুঝিতে নাহি মন।
তাক না জানয় কুরুপতি দুর্য্যোধন।।
যদি শক্ত বীর মোর পৃথিবীত সার।
তথাপিতো জয় নাহি জানিবা আমার।।
সেবজাত পাণ্ডব মধ্যমতে তেজোময়।
আরো তাত বাসুদেব আপনে সহায়।।

তথাপি শুনিবো পাণ্ডবের কথা চয়।
.... কহ সকলে সঞ্জয়।।
কহ তার জুন পবন কেবলে বাড়য়।
যোদ্ধার বহিস্ত বুত কোনে বা জোগায়।।
সঞ্জয় বলতি শুনিযোক নৃপবর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলক বাহার পাণ্ডবর।।
বোলে জুন এ কর তয় পরিহরি মনে।
কি করিতে পারে হীন বল কুরুগনে।।
ভীষ্ম প্রতিযুধে তার বীরগন যত।
হয় গজ রথপতি রনে জে সকত।।
একেশ্বরে সবাকে মারিবো হেন জান।
তিনলোকে বৎসক পরাস্ত জে বন মান।।
ভীষ্ম দ্রোণ দ্রোণি কৃপ কর্ন সৈন্যবীর।
কুরুপতি দুর্যোধন কপট শরীর।।
সবাকে মারিব হেন জানিয়ো নিচয়।।
সাগরের ঢেউ জেন তীরে নিবান পায়।
তার নিনী শুনি বোলে কর্ণ নৃপবর।
জানো বলপরাক্রম তোমার প্রবর।।
পাক্ষ মে পাণ্ডব সেনা সবে তুমি রাখ।
জুন এ সাধরত হনু উন পার আবাক।।
জুন দেবর নিয়ুব কর্ণ হবে যত যত।
সকলে করিয়ো তুমি আবার সম্বত।।
তৎপর হৈলে সেনাক রাখিবা যত্নে রহি।
সহস্র বীরের সব তাক বীর করি।।

তুমি বীর বীর বলি বিশেষ বিখ্যাত।
অস্ত্রে শস্ত্রে বিশারদ কভু প্রতিকার।।
তুমি সে রক্ষক শক্ত তাই প্রাণ ভয়ের।
সহস্রেক বীর নহে তব সমসর।।
কর্ণের বচন শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
ক্রোধ বুনিবার হৈল নির্ভয় শরীর।।
শুনিয়ো সঞ্জ ভয় মোর স্বরূপ বচন।
উভয় শকত হিত প্রাণ ভয়ের মন।।
ক্রুদ্ধ হ বলে দুর্য্যোধন আসি আছে যত।
স্বপচয় সেনাচয় সঙ্গে রত।।
ভীষ্ম প্রতিযুবে যত কুরুবীর গন।
সবারে আসতে কহ যোদ্ধার বচন।।
জবে নাহি হয় দ্রোণ দ্রুপ ভুরিশ্র বীর।
জাবে নাহি ধনঞ্জয় বধে কুরুবীর।।
তবে দুর্য্যোধন আসি শকোক শরণ।
আপনাক বাচোক রাখোক ......।।
বলে শুনি দুর্য্যোধন হৌক স্থির চিত।
অর্জুন সদৃশ বীর নাহি পৃথিবীত।।
কপিধ্বজ অগ্নিদত্ত রথ অর্জুনের।
হেন জানি দুর্য্যোধন তেজোক ...।।

৭৯ (ক) শেষ

৭৯ (খ)

বিষ্ণুক জিনবা নাহি ত্রিভুবনে জানে।
আরো বিষ্ণু সহায় জানহ দুর্য্যোধনে।।
দ্রুপ বচন তেজি আসি ভজ কে সবের।
রচিল পয়ার কবিরাজ দ্বিজবর।।

অননুরে বোলো ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর।
জাতিত ক্ষত্রিয় ব্রহ্ম চারি জুধিষ্ঠীর।।
ব্রহ্ম যজ্ঞ করে ধর্ম্মবনু মহাশয়।
দুষ্ট দুর্য্যোধনে তাক জুঝি ....।।
শুন দুর্য্যোধন পুত্র মোহোর বচন।
জেজবনু সনে পরিহিত অতিরণ।।
তোর জীবণক তোষে অর্দ্ধেক ধরনী।
অর্দ্ধ রাজ্য পাণ্ডবক দিয়োক আপুনি।
পাণ্ডব সহিতে যদি না করিশ দন্দ।
তবে জগতের হিত আমার আনন্দ।।
সনু জনে প্রশংসা করিব চিরকাল।
ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখে সবাই বোলে ভাল।।
ভীষ্ম দ্রোণ দ্রোনী কৃপ শৈল্য ভগদত্ত।
পুরোমিত্র জয়ু ভুরিশ্রবা জয়দ্রথ।।
বাহ্লিক নৃপতি অন্য যত নৃপচয়।
পাণ্ডব সহিতে জুদ্ধ কারো না রুচয়।।
তুঞি না করিষ দন্দ আপনার মনে।
তোক বাঢ়াবয় জানো কর্ন দুশ্শাসনে।।
পাপিষ্ঠ শকুনী তোর বাঢ়ায়ব চিত্ত।
জাঞে না পারিব রণে পাণ্ডব সহিত।।
পিতৃর বচন শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
এেশবে বুলিবার লৈল মে পৌরুষ বচন।।
তোমাত দ্রোণত অশ্বত্থামাত নৃপতি।
কৃপ ভীষ্ম আর জে সঞ্জয় মহামতি।।

বিকর্ন বাহ্লিক জে কাযোজ সত্যব্রত।
ভুরিশ্রবী ম পুরমিএ জন্ম জয়দ্রথ।।
এ সবাত গহ করি না জুঝিব জান।
জুঝিবোঁ কর্নত গহে জানিয়ো প্রধান।।
রনযজ্ঞে দিক্ষিত রাধেয় দুর্য্যোধন।
জুধিশ্চঠিরি পাছে হৈব জানিয়ো আপন।।
অথর্ব্বেদি হৈব ····· খড়্গ গদা।
সদস্য কবচ তদা ধনুম্মু হোতা।।
যমক তুষিবো মুঞি রন যজ্ঞ করি।
পাণ্ডবক বধিয়া ভুঞ্জ জিবো বসুন্ধরি।।
আপনে জুঝিবো আর কর্ন দুশ্শাসন।
তিনিয়ে বধিব পাণ্ডবক করি রন।।
মোহক বধয় যদি পাণ্ডুপুত্র গনে।
অকন্টকা ধরনী ভুঞ্জিব সুখ মনে।।
মুঞি বা বধহোঁ পাণ্ডবক জুদ্ধ করি।
কর্ন দুশ্শাসন সমে ভুঞ্জো সুন্দরী।।
দুর্য্যোধন বানী সুনি ধৃতরাস্ট্র বোলে।
········তোক ধরিলেক কোলে।।
তোক পুত্র স্নেহ এড়িলোহোঁ হেন জান।
জে ধরে তোহোর বানী তাঁক ব্রেম্বাধ টান।।

৭১(খ) শেষ

৭২ (ক)

যম ····ভুঞ্জি পসিলো পরায়।
তোহোর বচন করে সেও মৃত্যু প্রায়।।
সতেক ম্রুক্ক পুত্রক প্রতি করোঁ মুঞি শোক।
তোর বাক্য ধরি সেহো জাব যমলোক।।

বৃষবধে জেন বৃষপতির প্রচার।
সেহি মতে সেনা বধিব আমার।।
পতি হীন নারী জেন হৈল মোর সেনা।
সাত্যকি বধিব তাক করিয়া নাঞ হুনা।।
আগে দুর্নবল পাপ ভবের পক্ষ তাই।
সাত্যকির বলে তাক পুরিল দুনাই।।
বিজ হনু কৃষ্ণ কৃন জেন পুরিল গাজে নিরন্তর।
সেহি রূপে সাত্যকি মারিব তিরপর।।
জে কালে দেখিবা ভীমসেনক জুদ্ধ রত।
গদা ধরি বধিবেক তোর বীর জত।।
পর্ব্বত সমান মারিবেক গজচয়।
সে কালত মোর বানী স্মরিবা দুর্জ্জয়।।
এহি বানী বুলি দুর্য্যোধনক বুঝাই।
বৃষবধ্যে সঞ্জয়ক পুছিল দুনাই।।
ধৃতরাষ্ট্র বোলে সুন সঞ্জয় সমাজে।
কি বানী বৈলিল ধনঞ্জয় যদুরাজে।।

সঞ্জয় বদতি   সুনিয়ো সম্প্রতি
কহিবো কাহিনী যত।
কৃষ্ণ ধনঞ্জয়   জে বুলিল তয়
দেখিলহো জেন মত।।
কৃষ্ণ ধনঞ্জয়   যথাত আছয়
সে স্থানক বুজি জাঞো।
অজ্ঞানুর ঠাই   জাবার না পাই
একোয় দিশ না চাঞো।।

নিজ পদাংগুলি চাহি জভোঁ চলি

আগে একজন জায়।

শিশু সুএ চয় জবএ জ্রু দ্বিতয়

সে সবে জাত্যে না পায়।।

সত্যভাবা নারী দ্রুপদ ঝিয়ারি

কৃষ্ণ বনএ জ্রয় দুই।

একাসনে তয় বসিয়া আছয়

চারি এক স্থান হুই।।

রত্ন সিংহাসনে অতি রংগমনে

বসি আছে দুই বীর।

সুবর্ণ চন্দন দীব্য আভরণ

ভূষিত দুহ্যো শরীর।।

মধু পান করি বনএ জ্রয় হরি

শির দিয়া দিব্য বসন।।

অতীনিবা ভাবে দুহ্যো দুহর গাবে

হেলি হেলি অর্জুন।।

মজ ** কোলাত মধু বিগলিত

হরি শির দুই পাব।

অর্জুনের কোলে দুই পাও তোলে

সত্যভাবা সেবি ভাব।। ৭২ (ক) শেষ

৭২ (খ)

অর্জুন চরণে থুইল আপন

অংগে দ্রৌপদীর রাজা কোলে।

চারি একত্র বসিয়া আছয়

দেখি দৈব কি বিপ্রাকুলে।।

যোগ দেখি তয়   বীর ধনঞ্জয়

আসিয়া বুঝিল নিশ্চট।

কাঞ্চনে রচিত   রত্ন বিরচিত

গলে ঢেলি দিল কুণ্ঠ।।

তার দুই করে   অত্যন্ত আদরে

চুম্বিত বসিল তয়।

চাহিয়া চাহিল   যোগ নিরেখিল

বুঝি দৈর্য্যো শত্রু র ধয়।।

উন্ ঁরেবাচয়   তনত আহয়

সর্ব্ব সুরুগণ স্তুত।

দেখি বুঝি তয়   চরণ দ্বিতয়

অর্জুনের অদভুত।।

মানশুতশুx

মানশুতশু প্রায়   দুর্য্যো ধ্যাবকায়।

তুবা কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।

একাসনে বসি   আছো দুর্য্যো ধসি

দেখি নভে বহাজয়।।

কৃষ্ণ ধনঞ্জয়   হরি হরি হয়

মা বুজয় দুর্যোধন।

ভীষ্ম দ্রোণ আগে   কর্ণ গুরবরে

তোর বিমোহিত মন।।

দুর্য্যো বীর বর   অজয় অমর

তাহার আদেশে চলে।

হলে জে নিরি বাক য   তার শির দি হয়

জানিয়োক বহিতলে।।

অঙ্গ জুরি ধরিয়া　　　শিরত করিয়া

অবনত করি কায় ।

তোমার অশেষ　　　বচন বিশেষ

কহিলোঁ সংকেত রায়।।

শুনিয়া অর্জুন　　　হরিও বচন

করিয়া সংকেত দিল।

ইন্দ্র কেতু রায়　　　হরি মহাকায়

সমুখে যোক চাহিল।।

যোক চাহি হরি　　　অতি লিলা করি

বুলিল বচন চয় ।

শল্য শল্যো মন　　　হৃদয় পিকন

শুনিতে অদ্ভুতময়।।

কোমল আগত　　　দারুন ঘাহত

অসুরে বজ্র জেনয় ।

বীর বিদারণ　　　দুষ্ট সংহারন

কৌরবত প্রাণ হয়।।

......দে তয়　　　কহিয়ো নক্ষয়

কুরু কুল ব বত বীরে।

কৃষ্ণ ধনঞ্জয়　　　আনন্দ হৃদয়

সবাকে বল দিল বীরে।।

৭২ (খ) শেষ

৭৩ (ক)

....　　　বরুণ্য বসত

জানাইবা আলিংন।

জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ　　　বানী বুলি মিষ্ট

কুশল তাক পুছল ।।

.... পুত্র দারা সনে
আনন্দ করোক চিত্তে।
অধম নিষ্ঠুর তার সহোদর
হৈল আসি উপস্থিত।।
পাত্র বুঝি দান দেউক প্রদান
তুষ্ট লোক সে লোকত্রয়।
ধিক তুমিয়ো বহু বল দিয়ো
বুঝিব ধর্ম্ম তনয়।।
দুষ্টবুদ্ধি দুঃশাসনে রাজার চরণে
সে হৈল দূর সভাত।
গিয়া আগবাঢ়ি হৈল বস্ত্র কাঢ়ি
দ্রৌপদির ধরি হাত।।
দ্রৌপদী সেকালে শোকত ব্যাকুলে
গোবিন্দ গোবিন্দ করি।
স্বরিলেক যোক জানে মর্ত্তলোক
গোহোর দুর নগরি।।
নাছিলোঁ কাছত আছিলোঁ আছিল গাছত
শুনিয়া রহিলোঁ শুনি।
দ্রৌপদীর ধার ধারো চিরকাল
শুজিবো এবে আপুনি।।
রজস্বলা কালে একবস্ত্র পাবে
তাত বস্ত্র হৈল কাঢ়ি।
কেশত ধরিয়া সভাত নিলা
এ দোষ কেমনে ছাড়ি।।

দ্রোণের দ্বিতয় বীর ধনঞ্জয়

গাণ্ডিব ধনু তাহার।

মহাতেজোময় সমরে দুর্জয়

কোনে ভাগ হবে তার।।

জানিয়ো সঞ্জয় আছে দেবচয়

তুষিত কেলিতে পাবে।

প্রজাক সংহারে যুদ্ধে তুমি ধরে

সেহো অর্জুনত হারে।।

সুরাসুর নরে তক নিশাচরে

সন বর্দ্ধ পন্নগ নর।

একেকের বাবে অর্জুনক যুঝে

না দেখো হেন বপর।।

যদি পুরন্দরে বজ্র ধরি করে

দেবগণে সংগে লই।

বলপুন বুঝি অর্জুনক যুঝি

তেহে আইব জেদ হই।।

পূর্ব্বে একেপুরে বিরাট নগরে

গাণ্ডিব ধনুক ধরি।

সবে কৌরবক জিনিয়া নিজেক

গাড়ুর বসন হরি।।

৭০ (ক) শেষ

৭০ (খ)

ভীষ্ম আদি করি জতবীর ধরি

সবাকে জিনতয় ।

কিঞ্চি তেক বান বলের প্রমান

দেখাইল বীর বিজয়।।

তেজ বীর্য্যবন   শিষ্য তা কেশবন

ধৈর্য্য বিশারদ অতি।

দৃঢ় বল মুষ্টি   দূর পাতি দৃষ্টি

রণে অবিকল গতি।।

জানে নানাগুণ   সবাতে নিপুণ

অস্ত্র বেত্তা অনুপাম।

ত্রিভুবন ভরি   কে আছয় হি পরি

বীর অর্জ্জুনের সম।।

এসব বচন   হৃদয় কম্পন

শুনিলুঁ দামোদরে।

বরিষা সময়   মেঘত গর্জ্জয়

সুরপুরে পুরন্দর।।

কেশবের বাণী   শুনি মনে গুণি

হরিষে শ্বেতবাহন।

দোষ হরষণ   শুনিল বচন

বিষ্ণু করিয়াছে ভনে।।

বৈশম্পায়ন বদতি শুনিয়ো জন্মেজয়।
পাণ্ডবের কথা তবে কহিব সঞ্জয়।।
শুনি ধৃতরাষ্ট্র রাজা চিন্তি মনাবন।
পাণ্ডবের গুণশক্তি চিন্তিল সকল।।
দেব মনুষ্যের বল অনেক অসুর।
পাণ্ডব সকল দেব কুরুকুল নর।।
দেবগণ সকলে পাণ্ডব বীরচয়।
কুরুবীরগণ সবে মনুষ্য হবয়।।

দুর্জয় পাণ্ডব দুদ্ধর্ষিরিষ হেন জানি।
দুর্যোধন মুখ চাহি বুলিলন্ত বানী।।
সকল প্রানের সখা পুত্র বিশম্ভর।
পুত্র হিত কার্য্য সবে করে নিরন্তর।।
ধর্ম্ম সমীরণ শক্র অশ্বিনী কুমার।
সকলে করিব জান পুত্র উপকার।।
নিজপুত্র পালি সবে করিবন্ত রণ।
তত্রে তাম্বাধিকা দৈব বিমোহিত মন।।
সকল কৌরবী বীরগন একেবারে।
ঘোর যুদ্ধ করি নানা বিধ অস্ত্র ধারে।।
তথাপিতো পাণ্ডবক না পারিব রণে।
অনুমত করি বলাসিত দেবগণে।।
নী ..... পাণ্ডিব দুদ্ধর্র জার করে।
বজুন খিবার দুহে তৌন পুর্ন শরে।।
দীবা তুণে জলে জার প্রজ রথ হয়।
সনাথরা প্রথিবীত অর্জুন দুর্জয়।।
ক...... ঘোর পথ র বজ্রময়।
জাহার পুনিহে পুনি সথরে সবায়।।
দেবক জিনিতে পারে ঘোর সথরত।
একেবারে ধারে জাকে বান শত শত।।

৭৩ (খ) শেষ

৭৪ (ক)

হরি .... সব জার পরাক্রম।
সথরত দেখি জেন কালান্তক যম।।
হেন অর্জুনক বুঝি চিন্তা অহর্নিশ।
নিদ্রাক না জাকে I শুনহ দেবোঁ সত্যোদিশ।।

কৌরবত করি বলি পাণ্ডব দুর্জয়।
সমর করিলে জানো মোর পরাজয়।।
সম করিবার প্রতি মোর হৈল মন।
দম্ভ পরিহরি সমকর দুর্য্যোধন।।
পিতৃবানী শুনি কেশব করি বিপরিত।
পুনরপি বোলে দুর্য্যোধন পাপ চিত।।
পাণ্ডবের সহায় দেবতা হৈল জান।
ইহার তত্ত্ব তুমি কিছুই না জান।।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ আদি দোষ চয়।
এ সবার জানি দেবে সতত তেজয়।।
এ সব গুণত জবে দেবে প্রবর্ত্তয়।
তবে জেনে পাণ্ডবের মহাদুঃখ হয়।।
দেবগন লোভ মোহ জদি করে কাজ।
তবে জেনে পাণ্ডব জাইব বন মাঝ।।
দেবে না ছাড়িব কদাচি কদাচিত গুনগন।
চিন্তা পরিহরি তুমি সস্থ কর মন।।
যদি নিজ ধর্ম্ম ছাড়ি দেবতা নিকর।
পাণ্ডবের পক্ষ হয়্যা করয় সমর।।
পাণ্ডবের জয় তবো নাহি কো নিশ্চিতে।
দেবেরে জুঝিলে দেবে পারে কি করিতে।।
বহ্নি জদি দগ্ধ করে দহে ত্রিভুবন।
বহ্নির তেজত তাঁরাহিত দেবগণ।।
মোরো তেজ জান বহ্নিসম তেজোময়।
দেবতাগনক চাকি প্রকাশক হয়।।

শিরিপুৎগ তাহাতে বসুমতি নত চীর।
তাকো মন তু বলে করিবার পারো স্থির।।
জনক শতজিতয়া থুইবো পৃথিবী সমান।
তাত রথ গজ বাজি করোক প্রয়ান।।
মোর নাম শুনিতে কুজনগণ ব্যাকুলমনে।
বলত না থাকে হেন জানিয়ো আপনে।।
অকালত বৃষ্টি না হইব কদাচিত।
ধার্ম্মিক হইব প্রজা পাপ বিবর্জিত।।
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ বায়ু যমে।
অগ্নি কুমার দানি কর দেব ধর্ম্মে।।
মোহোর শত্রুক এ সকল দেবগণে।
না পারিব রাখিবার জানিয়ো আপনে।।
যদি রাখিবার পারে দেবতা নিকরে।
পাণ্ডব .... সেবা করে।।
আপন শত্রুক বলে জিনিবোঁ নির্যাস।
চিন্তিবার কার্য্য মোর না হইব নাশ।।

১৪ (ক) শেষ

১৪ (খ)

যে কর্ম্ম করিবো বুঝি করিয়া নিশ্চয়।
জানিবা সে কর্ম্ম মোর নষ্ট নাহি হয়।।
দুর্যোধন রাজা নানা বিধ গুণ জত।
লোকত বিদিত নগদিগত বিদিত।।
আত্ম প্রশংসাত লোক নির্দয় বিস্তর।
আপনাক প্রশংসা না কর নৃপবর।।
আমুস করিতে বুঝি তোমাক সম্প্রতি।
আপনার বিরব ** কহিলো যথামতি।।

মহানিধীবন জেন সাগরত মণি।
সকলে সেবয় ভড়িবলে জায় মণি।।
বাক্য যে পাণ্ডব মোক পাবে নেহি ময়।
সমরে ধরিব সবে করিলোঁ নিশ্চয়।।
তেজ শ্রিয়া বীর্য্য ক্রোধ বিদ্যা যোগ নীতি বল।
পাণ্ডবত করি মোর অধিক সকল।।
ভীষ্ম দ্রোণ জানে মোর যত অস্ত্রগুন।
জানিবা নৃপতি যুজ্ঝে সবাতে নিপুন।।
পিতৃক বুলিয়া হেন প্রবোধ বচন।
ভুজিবা য প্রতি পুনরপি দুর্য্যোধন।।
সঞ্জ জয় দুবচারি বুলিবন্ত বানী।
পাণ্ডবের বল বুজ্ঝি কহ কিবা জানি।।
সেহি সময়ত কর্ণ বুলিল বচন।
শুন মোর বানী কুরুপতি দুর্য্যোধন।।
ছদ্ম করি দ্বিজরূপ ধরিয়া পূর্ব্বত।
ব্রহ্ম শির নাম অস্ত্র শিখিলোঁ রামত।।
জানিয়া পরশুরাম কহ্লু ছদ্ম রূপ মোর।
মহাক্রোধ করি মোক শাপ দিল ঘোর।।
তোমা প্রাণ সংশয় কালত মহাবীর।
প্রকাশ না হৌক তোত অস্ত্র ব্রহ্ম শির।।
পৃথিবী দহিতে পারে কথি তেজোময়।
প্রণামিলো তথাপিতো না হৈলো সদয়।।
তাহার দারুণ শাপ আছে মোর ঘোর।
সে কারণে অর্জুন সমান হবে মোর।।

ততাপিতো কৃষ্ণর প্রসাদে অশ্ব বলে।
হরিবা র পারোঁ ত্রিভুবনক সকলে।।
সকল তাই পাণ্ডবর তাহার সেনা যত।
নিবীর্য অসুরে পারোঁ দহিতে জতাক।।
ভীষ্ম প্রতিযুধে দ্রুপদ্র দ্রুপগন যতযত।
সকলে থাকোক রাজা তোমার বশত।।
একেশ্বরে পাণ্ডবক বধিবহোঁ রণে।
প্রতাব দেখোক মোর দুর্বুদ্ধির গণে।।
ক······শুনি ভীষ্ম বুলিল বচন।
কত বিপর্যনা বানী বোল নিজে কর্ণ।।
পাণ্ডব দহিতে জেন ধতে যমঞ্চ ভয়।
তাক না শুনিলোঁ তুমি রাধার তনয়।।

উদ্যোগ পর্ব সমাপ্ত।